

অধ্যায়-৩: সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

প্রশ্ন ১ ১৯৭৬ সালে আমাদের দেশে যেটিকে এক নতুন সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেটির প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন তা কোনো সুফল বয়ে আনছে না বলে মনে হচ্ছে। ড্যুনক এ সমস্যাটি একদিকে যেমন নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে অপরদিকে তেমনি বিদ্যমান প্রায় সব সমস্যার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। (চি. কো. ব. কো. সি. কো. দি. কো. ১৮। প্রশ্ন নং ৪)

ক. এইচস কী?

১. "সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উত্তৃত"— বুঝিয়ে লেখ।
২. গ. উদ্দীপকে যে বিশেষ সমস্যাটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আমাদের সামাজিক জীবনে তার কু-প্রভাব বর্ণনা কর।
৩. ঘ. উদ্দীপকে সমস্যাটির সমাধান করা গেলে অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইচস এইচআইডি ভাইরাস সৃষ্টি একটি নিরাময় আয়োগ্য রোগ যাতে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যায়।

ক 'সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উত্তৃত' বলতে সমস্যার সামাজিক কেন্দ্রস্থলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

বিশ্বজোলা, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ বিভিন্ন নেতৃত্বাচক পরিস্থিতির কারণে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যা সমাজের মানুষের জন্য একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা তাদের সুস্থ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এটি সমাজের বাইরের কোনো অবস্থা নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাই বলা হয়, সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উত্তৃত।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সমস্যা আমাদের সামাজিক জীবনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি চাহিদানুযায়ী যদি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা না বাঢ়ে তখন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বাড়তি জনসংখ্যা তখন সম্পদ না হয়ে সমস্যা হয়ে দাঢ়ায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কেননা জনসংখ্যা বাড়লেও বাড়তি জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাঢ়ছে না। ফলে এর কু-প্রভাব পড়ছে আমাদের সামাজিক জীবনে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সরকারের পক্ষে সব নাগরিকের মৌল মানবিক চাহিদা আর্থিক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসনের প্রয়োজন মেটাতে শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিত বসতি গড়ে উঠেছে। অনেকক্ষেত্রে সেগুলো মানকব্যবসায় নানা অপরাধমূলক তৎপরতার ঘাঁটি হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সবার জন্য মানসম্পদ শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে পানী দিয়ে বাঢ়ছে ভূমিহীন এবং দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। সেইসাথে বাঢ়ছে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ও বেকারের হার। অন্যদিকে ত্বর্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পরিবেশ দূষণ, নিম্ন যাথাপিছু আয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াসহ আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা নানামূর্খী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সমাজজীবনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

গ উদ্দীপকের সমস্যা, অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হলে অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব- উক্তি ব্যাখ্যা।

সামাজিক সমস্যাগুলো পরস্পর সম্পর্কমুক্ত। এতে একটি সমস্যার ফলে আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, ঘাটতি, বাসস্থান সমস্যা, নিরক্ষরতা অপরাধ প্রবণতাসহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা গেলে আরও অনেক সমস্যা দূর হবে।

আয়তন অনুপাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। শিশুর অবদান ক্রমশ বেড়ে চললেও কৃষি এখনো আমাদের অধিনীতির একটা বড় ভিত্তি। কিন্তু এ দেশের কৃষিজমি যেমন কম, তেমনই উৎপাদন পক্ষতেও আধুনিক নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি, দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে শিশুর অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ত্বাস পেলে তা দেশের অধিনীতির ওপর বাড়তি চাপ করাতে সাহায্য করবে। সেইসাথে সাধারণ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে এ সমস্ত চাহিদা মেটার অভাবে সৃষ্টি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার (যেমন- বাস্থায়ীনতা, পুরুষায়ীনতা, বস্তি সমস্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ইত্যাদি) মাত্রাও কমে আসবে। আবার এই সমস্যাগুলো চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চুরি-ডাকাতি, খুন ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতার পেছনে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সমাজের এ সব নেতৃত্বাচক পরিস্থিতির জন্যও অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী।

সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, প্রতিটি সামাজিক সমস্যাই কোনো না কোনোভাবে একটি অন্যটির সাথে সম্পৃক্ত। একটি সমস্যার সমাধান অন্য সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। তাই আশা করা যায়, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা গেলে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হবে।

গ বাংলাদেশে এখন আর খুতু বৈচিত্র্যের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। কখনো অতিরুটি, কখনো অনাবৃটি জনজীবনে দুর্ভোগ ভেকে আনছে। ফি বছর পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হচ্ছে অনেক অঞ্চল। সর্বোপরি কল-কারখানার বিদ্যুৎ ধোয়া নির্মল আকাশকে করছে কল্পিত। নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনেক আবাদী জমি।

(চি. কো. ব. কো. সি. কো. দি. কো. ১৮। প্রশ্ন নং ২। প্রশ্ন নং ২। প্রশ্ন নং ২। প্রশ্ন নং ২।)

ক. CFC এর পূর্ণরূপ কী?

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উলিখিত পরিবেশগত ভারসাম্যায়ীনতার কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উলিখিত উক্ত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

১

২

৩

৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক CFC এর পূর্ণরূপ হলো Chlorofluorocarbons।

গ উচ্চিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্পদের তাদের অর্তনাত জিন ও সেগুলোর সমৰয়ে গঠিত বাস্তুত্বকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জাতিল পরিবেশত্বের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে।

୪ ଉଦ୍ଦିପକେ ଉତ୍ତରିଖିତ ପରିବେଶଗତ ଭାରସାମ୍ୟହିନୀର ମୂଳ କାରଣ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেইসাথে প্রকট হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা; যার ইঙ্গিত উচ্চীপকে পাওয়া যায়। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। তবে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও বিগত দুইশ বছরের প্রসারমান শিরের উন্নয়ন। পৃথিবীর জলবায়ু সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির ওপর নির্ভর করে। আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস। যেমন: কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোস অক্সাইড ইত্যাদি। কিন্তু কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোয়ার কারণে লাগামহীনভাবে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসুরণ বাঢ়ছে। যার ফলে পড়ছে জলবায়ুর ওপর। এছাড়া বনাঞ্চল ধ্বংস এবং জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের জন্য বিগত কয়েক শতাব্দীতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রভাবে সবুজ উদ্ভিদ হ্রাস পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে এ গ্যাস শোষণের মাত্রাও কমে যাচ্ছে। যার ফলে বাতাসে এর ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপের বৃদ্ধি ঘটেছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অর্ধাং গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসুরণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উৎসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের মতো জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে ঝুঁতু বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে, অসমরের বৃক্ষ এবং খরা জনজীবনে ডেকে আনছে সীমাহীন দুর্ভেগ। তাই বলা যায় উচ্চীপকে উল্লিখিত পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন।

୫ ଉଦ୍‌ଦୀପକେ ଉତ୍ସେଧିତ ପରିବେଶଗତ ଭାରସାମ୍ୟହିନତାର ମୂଳ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆର ଏ ସମସ୍ୟା ମୋକାବିଲାୟ ଏକଜନ ସମାଜକମ୍ମୀ ଗୃହତପର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରନ୍ତେ ପାରେନ ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বিপন্ন অবস্থায় আছে। এদেশে প্রতিবছরই বন্যা, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে এদেশের মানুষের জীবাধিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার জমির ফসল, পানিতে লরণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য কমে যাচ্ছে। তাই এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী গবতপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মানবের জীবন ও জীবিকায় কী ধরনের ক্ষতি করে তা চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন সেশনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। ভিডিও প্রদর্শনী; ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এসম্পর্কে প্রচারণা চালাতেও সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। এছাড়াও সমাজকর্মীরা দুর্ঘটনানিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে এরকম সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। আবার জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়ী শ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া সমাজকর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় বা কীভাবে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে খেঠা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এজন্য তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। সেইসাথে তিনি এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বাঢ়াতে পারেন।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে। একেত্রে একজন সমাজকর্মী সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

ଆମ ▶ ୩ ଦିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣିର ଛାତୀ । ସେ JSC ପରୀକ୍ଷାର ଜଳ୍ଯ ଫରମ ଫିଲାପ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବ୍ୟାହି ଓ ଅଭିଭାବକଗଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ବାରଣ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଯାର ଫଳଶ୍ରୁତିତେ ଦିବାର ଲେଖାପଢ଼ା ବନ୍ଧ ହୁୟେ ଯାଏ । ଏହି ଏକଟି ସାମାଜିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅବସ୍ଥା ।

জি. বো. এ. বো. সি. বো. দি. বো. ১৮। অংশ নং ৫।

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | গ্রিক Problema শব্দের অর্থ কী? | ১ |
| খ. | যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি— ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. | উদ্বীপকে উল্লেখিত ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সমস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। | ৩ |
| ঘ. | উক্ত ঘটনাটি নিরসনের জন্য যে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে তা যথার্থ কিনা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

୩ ନାୟକଶର୍ମେର ଉତ୍ତର

ক) গ্রিক ‘Problema’ শব্দের অর্থ সমস্যা বা অবাস্তুত পরিস্থিতি।

৪ যৌতুক প্রথাকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যৌতুক প্রথা বিভিন্ন ধরনের
সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ২০১৬ সালে এদেশে যৌতুকের জন্য
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন নারী, মামলা হয়েছে ৯৫টি।
এছাড়া একই কারণে ১২৬ জন নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে
তাদের হত্যা করা হয়। যৌতুক প্রথার কারণে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও
সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে আছে- দারিদ্র্য, নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা,
বালাবিবাহ ও বহুবিবাহ, দাম্পত্য কলহ, পরিবারের মর্যাদাহানী, হত্যা ও
আঘাত্যা ইত্যাদি। মূলত এ কারণেই যৌতুককে সামাজিক ব্যাধি বলা
হয়।

১৩। মুক্তি প্রক্র উন্নয়ন সৌন্দর্য বালাবিবাহের সাথে সামগ্র্যের।

বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। একেত্রে বয়সকে বিয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই আইনত ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পর্ক হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদাইনতা এবং ক্ষমতায়নের অভাবের কারণে আবহমানকাল থেকে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এ সমস্যাকে আরো উৎসাহিত করছে। ফলে সাবালক হওয়ার আগেই বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দেন। এর ফলে তার পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যার সৃতিপাত হয়। উচ্চীপক্ষের দিবা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে জেএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করলেও স্বামী ও অভিভাবকদের বাধায় পরীক্ষা দিতে পারেনি। এতে বোঝা যায়, দিবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে।

ତାଇ ବଲା ଯାଉ, ଉଦ୍ଧିପକେ ଦିବାର ଘଟନା ବାଲ୍ୟବିବାହେର ମତୋ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯୁଅର କରାହେ ।

୧ ବାଲ୍ୟବିବାହର ମତୋ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ନିରସନେର ଜନ୍ୟ ୨୦୧୭ ସାଲେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରା ହେବେ, ସମୟ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛିତିର ବିଚାରେ ଏକ ସ୍ଥାର୍ଥ ବଳା ଯାଏ ।

ঘৰ্জন ও উন্নয়নশীল দেশে বাল্যবিবাহের প্রকোপ বেশি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের মাত্রা স্ট্রাস পেলেও তা থেমে নেই। ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমানে দেশে বাল্যবিবাহের হার ৫৯ শতাংশ অর্ধাং দেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে ৩৯ লাখ ৩০ হাজার শিশুর।

ক্রমবর্ধমান এই হার স্থান করার জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১১ মার্চ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণীত হয়।

এ আইনের ধারা- ৭, ৮ ও ৯ এ বাল্যবিবাহ করার শাস্তি, সংশ্লিষ্ট বাবা-মা ও অন্যান্যদের শাস্তি এবং বিয়ে সম্পাদন বা পরিচালনা করার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধারা ৮ অনুযায়ী বাবা-মা বা অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনত বা আইন-বহিত্বাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিলে বা বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ২ বছর ও অন্যন হয় মাস কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ পরিচালনা করার জন্যও সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। উদ্দীপকের দিবার স্থামী ও অভিভাবকদের কার্যক্রম এ আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা সমাধানে ২০১৭ সালে প্রণীত আইনটি যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৪ ক খ

- অসচেতনতা
- খাদ্য ঘাটতি
- ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ

- রাতকানা রোগ
- রক্তবর্জনতা
- কম ওজনের শিশু জন্ম

।/১. বোঝো, রোঝো, চোঝো, কুঝো ।'১৮। গ্রন্থ নং ১।

- ক. 'The Population Bomb' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১
 খ. মৌসুমি বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' বৃত্তে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক সমস্যাটি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'The Population Bomb' গ্রন্থটির রচয়িতা পল এলরিথ।

খ. ঝাতু পরিবর্তনের ফলে সাময়িক যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমি বেকারত্ব বলে।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো বিশেষ ঝাতুতে ফসল বোনা বা কাটার পর বেশ কিছুদিন কাজ থাকে না। ফলে সাময়িক বেকারত্ব দেখা দেয়। তবে শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরের শির এলাকাতেও এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষণীয়।

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' বৃত্তে উল্লিখিত বিষয়গুলো অপৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়।

একজন মানুষের সুস্থি, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ও গুণগত খাবার। মানবদেহে এই খাবারের অভাবজনিত অবস্থাকে অপৃষ্টি বলা হয়। অপৃষ্টি বাংলাদেশে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকে এ সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের 'ক' বৃত্তে অসচেতনতা, খাদ্য ঘাটতি এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো অপৃষ্টির কারণ। আর 'খ' বৃত্তে রাতকানা রোগ, রক্তবর্জনতা, কম ওজনের শিশু জন্মের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলো অপৃষ্টির প্রভাবজনিত

সমস্যা। বাংলাদেশ জনসংখ্যাবহুল দেশ। বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য পৃষ্ঠিসম্মত খাবারের সংস্থান করা বেশ কষ্টকর। এছাড়া এ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ও অনেক কম। তাই স্বল্প আয় দিয়ে পৃষ্ঠিসম্মত খাবার গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দিনে ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এদেশের মানুষ অজ্ঞতার কারণে কোন খাদ্যে কী ধরনের পৃষ্ঠি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সচেতন নয়। এসব কারণে তাদের দেহে খাদ্য ঘাটতি এবং পরবর্তীতে অপৃষ্টি দেখা দেয়। পৃষ্ঠিস্থানতার কারণে আমাদের দেশের শিশু ও প্রাণবয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন— রাতকানা, রক্তশূন্যতা, স্কার্টি ইত্যাদি। পৃষ্ঠিস্থানতার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে প্রসূতি মা ও শিশুর ওপর। আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশু মাতৃগতি অপৃষ্টিতে ভোগে। যার ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম হয় এবং পরবর্তীতে তারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। ছকচিত্রে এ কার্যগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায়, ছকে অপৃষ্টি সমস্যার কথা উঠে আছে।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অপৃষ্টি সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের মতো স্বরূপীয় দেশে অপৃষ্টি একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমর্থিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগের সুযোগ আছে।

সমাজকর্মীরা মূলত গবেষক হিসেবে পৃষ্ঠি সমস্যার কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া কৃতিম পৃষ্ঠি সম্মত খাদ্য প্রসূত প্রণালী উত্তোলনের চেষ্টা চালাতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠি জরিপ ও গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে, যা একজন সমাজকর্মী পরিচালনা করতে পারেন। পৃষ্ঠিস্থানতা দূর করার জন্য সমন্বিত (Integrated) উদ্যোগও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজের সচেতন মহল, সরকারি ও বেজাসেবী মহলের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে প্রযোজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তারা সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পারেন। এজন্য সমাজভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খাদ্যের পৃষ্ঠিমান মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যেমন— সুস্থিরন্ধন প্রক্রিয়া, পরিচালনা ও পরিবেশনা। সমাজকর্মীরা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারেন। তারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দারিদ্র্য শ্রেণির জন্য লজারথানা স্থাপন করে খাদ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারে। অপৃষ্টি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রচলিত কুসংস্কার ও অপ্রচার দূরীকরণেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। বাজারে এমন অনেক দেশীয় খাবার রয়েছে যার মূল্য কম কিন্তু পৃষ্ঠিগুণ বেশি, সেগুলো গ্রহণ করার জন্য তারা মানুষকে উৎসাহী করে তুলতে পারে। এতে সমাজ থেকে অপৃষ্টি সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকের ছক চিত্র 'ক' ও 'খ' তে অপৃষ্টির কারণ ও এর ফলে সৃষ্টি সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে। আর একজন সমাজকর্মী উপরোক্ষিতভাবে অপৃষ্টি সমস্যা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্ৰন্থ ▶ ৫ মন্ত্রিক্ষেত্র বিকাশজনিত এক ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। এ প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে তিনি নির্বেদিতপ্রাণ। বিশ্বস্থান্ধা সংস্থা ২০১৭ সালে এই মহত্ত্ব কর্মের জন্য তাকে দক্ষিণ এশিয়ার 'চ্যাম্পিয়ন' সম্মানে ভূষিত করে।

।/১. বোঝো, রোঝো, চোঝো, কুঝো ।'১৮। গ্রন্থ নং ১।

ক. মাদকদ্রব্য 'ইয়াবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১

- খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্তিষ্ঠের বিকাশজনিত কোন সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটির প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মাদকদ্রব্য ‘ইয়াবা’ শব্দটি এসেছে থাই ভাষা থেকে।

খ. নিদিষ্ট বয়সের আগে অর্ধাং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

বিবাহের প্রাথমিক শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু রাস্তাবে ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সামাজিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে একজন হেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাল্যবিবাহ এদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। এটি ব্যক্তি, সমাজ তথ্য দেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

গ. উদ্দীপকে মন্তিষ্ঠের বিকাশজনিত সমস্যা বলতে অটিজমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অটিজম শব্দটি গ্রিক শব্দ Autos থেকে এসেছে; যার ইংরেজি হলো Self এবং বাংলা অর্থ স্বয়ং বা স্বীয়। আর ইংরেজি Autism-এর বাংলা অর্থ আত্মসংরূপি, যা এক ধরনের মানসিক রোগ বিশেষ। উদ্দীপকে এ মানসিক রোগে আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের জন্ম সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এক ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। এ শিশুরা মন্তিষ্ঠের বিকাশজনিত সমস্যায় ভুগছে যা অটিস্টিক শিশুদের লক্ষণ। কারণ এ রোগ মূলত মন্তিষ্ঠের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা সাধারণত একটি শিশু জন্মের প্রথম ২ বছরের মধ্যে দেখা দেয়। অটিজমকে অনেক ক্ষেত্রে Neurological Disorder ও বলা হয়। অটিস্টিক শিশুরা অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে। এর ফলে সে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। আর মানুষের এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য মন্তিষ্ঠের পর্যাপ্ত বিকাশ না হওয়াই দায়ী। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মন্তিষ্ঠের বিভাগজনিত সমস্যা আটিজমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. অটিজমের প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত— উক্তি যথার্থ।

অটিজম আবাদের দেশ তথ্য বিশ্লেষণ জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা। সমাজে যেসব অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি আছে তারা ব্যক্তি সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। যা অনেক সময় পুরো রাষ্ট্রীয় পরিবেশের ব্রাভাবিকতায় বাধা হয়ে দাঢ়ায়। যাদের পরিবারে অটিস্টিক শিশু আছে তাদের আর্থিক ব্যয় বেশি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিবছর অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১৩৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। আর একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য সারা জীবনে ব্যয় হয় ২.৪ মিলিয়ন US ডলার।

আবার, অটিজম আক্রান্ত একজন শিশুর মা অন্যান্য মায়েদের থেকে ৫৬% কম আয় করেন যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। সামাজিকভাবেও অটিজমের নেতৃত্বাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে যখন কোনো বাবা-মা সন্তানের অটিজমের বিষয়টি জানতে পারে তখন থেকে ত্রি শিশুর প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। অনেক ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুর জন্য তার ভাই-বোন অবস্থিতিকেও করে। অনেক সময় সামাজিক নানা অনুষ্ঠান থেকেও তাদের দূরে রাখা হয়। বিশেষজ্ঞদের

ধারণা এসব বিষয় যখন শিশুটি বুঝতে পারে তখন তার মধ্যে অন্তিম কাজ করে এবং সে নেতৃত্বাচক কাজে প্রযুক্তি হয়। সমাজে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে অটিস্টিক সন্তানকে সবার সামনে নিয়ে আস্তে চান না। পারিবারিক পরিবেশেও অটিজমের প্রভাব অনেক। এ সমস্ত শিশুর বা ব্যক্তির আচরণে অনেক সময় পরিবারে অশান্তি নেয়ে আসে। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে মায়ের ওপর। তিনি শত বাধা সত্ত্বেও তার সন্তানকে পরিবারে আগলে রাখতে চান।

এভাবে অটিজম আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। এ আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, অটিজমের প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নিদিষ্ট বয়সের আগে অর্ধাং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

খ. বিবাহের প্রাথমিক শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু রাস্তাবে ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সামাজিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে একজন হেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাল্যবিবাহ এদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। এটি ব্যক্তি, সমাজ তথ্য দেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

গ. উদ্দীপকে মন্তিষ্ঠের বিকাশজনিত সমস্যা বলতে অটিজমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. অপুষ্টি কী?

ক. অপুষ্টি কী?

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোবা?

গ. রাজিবের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণ করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অপুষ্টি হলো যাদের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীনতার ফলে সৃষ্টি শারীরিক সমস্যা।

খ. বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়েকে বোঝায়। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিয়ের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। এর কম বয়সে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে সেটা বাল্যবিবাহ হবে। অনেকসময় ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে গোপন রেখে তারা বিয়ের উপযোগী হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে দেখা যায়।

গ. রাজিবের চাকরি না পাওয়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারার বিষয়টি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বেকারত্বকে নির্দেশ করে।

বেকারত্ব ঘোনে দেশের জন্য অভিশাপবৃপ্ত। এর ফলে কাজ করার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অস্থিয় যুবক অলস সময় কাটাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা তাদের ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিকেও নেতৃত্বাচক প্রভাব রাখে।

উদ্দীপকের রাজিব দর্শনে স্বাতকোত্তর ডিপ্রি নিয়েছেন অর্ধাং তিনি উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করেও তিনি চাকরি পাচ্ছেন না। আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকায় ব্যবসা ও করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে বলা যায় রাজিবের চাকরি করার মতো যোগ্যতা এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজিক্ত চাকরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়টির সাথে বেকারত্বের মিল আছে। কারণ শুধু কর্মহীনতা বেকারত্ব নয়। যখন একজন কর্মক্ষম লোক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ডিতিতে কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকেও বেকারত্ব বলা যায়। উদ্দীপকে রাজিবের ক্ষেত্রে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, রাজিবের বিষয়টি বেকারত্ব সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

৭ উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত বেকারত্ত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ত একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্রিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সৃষ্টি পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের রাজিবের মতো অসংখ্য তরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতি চাকরি পাইতে পারেন না। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য আগের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুঁজির ব্যবস্থা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ডাঙ্কার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ রকম ভাবা), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈবম্য প্রভৃতিও বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্তের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপূর্ণ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সবুর মিয়ার তিন মেয়ে। বড় মেয়েটিকে পনের বছর বয়সে বেকার রফিকের কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় বরকে একটি মোটরসাইকেল ও এক লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। ধার করে এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করলেও মোটরসাইকেল দিতে পারেননি। তাই তার স্বামী বিভিন্ন সময় মেয়েটির উপর নির্যাতন চালায়। স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে এক সময় মেয়েটি জীবন দিল। (ব.বো., দি.বো., চ.বো. ১৭। গ্রন্থ নং ৮; স্টুডেন্ট মাইলস কলেজ, পাবনা। গ্রন্থ নং ৪)

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | 'HIV' কী? | ১ |
| খ. | মাদকাস্তি বলতে কী বোঝা? | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে সবুর মিয়ার মেয়েটি মূলত কোন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে জীবন দিল? | ৩ |
| ঘ. | বাংলাদেশে উক্ত সমস্যার প্রভাব আলোচনা করো। | ৪ |

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'HIV' এর পূর্ণরূপ হল Human Immunodeficiency Virus।

খ মাদকাস্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝা; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাস্তি একটি মনো-চার্যাবিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকস্তৰ্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ উদ্দীপকে সবুর মিয়ার মেয়ে যৌতুকের কারণে আক্রান্ত হয়েছে। যৌতুক আদান-প্রদান একটি সামাজিক কু-প্রথা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ থেকে অনেকটা জোর করে পাত্রিকার কাছে যৌতুক দাবি করা হয়। একে অনেকটা হাট-বাজারে কোনো জিনিস কেনা-বেচার সাথে তুলনা করা যায়। যৌতুকের প্রথান শিকার আমাদের দেশের নারীরা। উদ্দীপকের মেয়েটিকেও যৌতুক প্রথার বলি হতে হয়েছে।

সবুর মিয়া তার বড় মেয়েকে বেকার যুবক রফিকের সাথে বিয়ে দেন। বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী তিনি বিয়েতে বরকে একটি মোটরসাইকেল ও

এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হন। একে যৌতুক বলা যায়। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুসারে, 'যৌতুক বলতে বিবাহের কোনো এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের সময়, পূর্বে বা পরে উক্ত পক্ষগণের মধ্যে বিবাহের পণ্য হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত জামানতকে বোঝায়।' এ থেকে বোঝা যায়, সবুর মিয়া যৌতুক দিতে রাজি হয়েছিলেন। যদিও পরে চাহিদানুযায়ী যৌতুক দিতে না পারায় তার মেয়েকে শব্দুরবাড়িতে নির্যাতিত হতে হয়। অতীষ্ঠ হয়ে একপর্যায়ে সে আক্রান্ত্যা করে। তাই বলা যায়, যৌতুকের মতো সামাজিক কু-প্রথা সবুর মিয়ার মেয়েকে আক্রান্ত্যা পথে ঠেলে দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ যৌতুক প্রথার প্রভাব বাংলাদেশে অত্যন্ত ভয়াবহ।

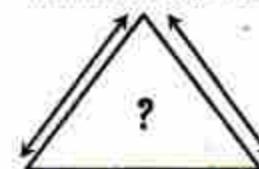
প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই কমবেশি নারী নির্যাতনের খবর চোখে পড়ে। আর এ সব নির্যাতনের অধিকাংশই যৌতুকের কারণে সংঘটিত হয়। এর পাশাপাশি যৌতুকের কারণে সমাজে বিভিন্ন নেতৃত্বাচক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়।

যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তার সর্বস্ব হারাতে হয়। ফলে পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়, দারিদ্র্যের হার বাঢ়ে। যৌতুক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে পরিবারে নানা ধরনের অশান্তি শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ের কারণে শব্দুরবাড়ির লোকজনদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেকক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদও ঘটে। অনেক নারীই অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে ছেলে-মেয়ে রেখে আক্রান্ত্যা পথ বেছে নেয়। এতে তার ছেলেমেয়েরাও পরবর্তীতে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। উদ্দীপকের সবুর মিয়ার মেয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়। সবুর মিয়া যৌতুক হিসেবে মোটর সাইকেল দিতে না পারায় তার মেয়ের উপর স্বামী নির্যাতন করেছে। নির্যাতন সত্ত্বেও না পেরে মেয়েটি জীবন দিয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, আমাদের দেশে যৌতুক প্রথার ভয়াবহ প্রভাব সমাজের সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮

পারস্পরিক মৌখিক ও
অ-মৌখিক যোগাযোগ সমস্যা



সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে
সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা

পুনরাবৃত্তিমূলক বা একই কাজ
বার বার করার আচরণগত সমস্যা

ব.বো., দি.বো., চ.বো. ১৭। গ্রন্থ নং ৮; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। গ্রন্থ নং ৬।

- ক. অধ্যাপক পিগুর মতে বেকারত্ত কী?

- খ. অপুষ্টির একটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

- গ. উদ্দীপকটিতে “?” চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঞ্জিত করেছে? ব্যাখ্যা করো।

- ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মীর কী ভূমিকা ধাকতে পারে বলে তুমি মনে করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ অধ্যনীতিবিদ অধ্যাপক এ.সি. পিগুর মতে, ‘বেকারত্ত হলো সেই অবস্থা যখন কোনো কর্মক্ষম লোক যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ পায় না’।

১. অপৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।

প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য ও অপৃষ্টি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যবহার হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থাই করতে পারে না। ফলে তাদের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা ধীরে ধীরে অপৃষ্টির শিকার হয়। এভাবে দারিদ্র্য ও অপৃষ্টি পরস্পর সম্পর্কিত।

২. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মন্তিষ্ঠের বিকাশজনিত একটি মাঝবিক ও মানসিক সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকভাবে সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। ফলে সহজে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ খেলনা নিয়ে একইভাবে বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'হ' চিহ্নিত স্থান ছাড়া অটিজম সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৩. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা প্রদান এবং এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই অটিজম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না। এর ফলে অটিস্টিক শিশুদের সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকভাবে সম্মুখীন হতে হয়। অথচ বাড়তি যত্ন ও ভালোবাসা তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু সামাজিকভাবে তারা উপেক্ষিত হয় এবং উপহাসের মুখে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করতে পারেন।

আবার অটিস্টিক শিশুদের সমস্যাগুলো কখনোই পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিরিডি পরিচর্যা ও যত্নের মাধ্যমে তার অক্ষমতা কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া যথাযথ সহযোগিতা ও বিশেষ শিক্ষা দিয়ে পরিগত বয়সে তাদেরকে আস্থানির্ভর করে তোলাও সম্ভব হয়। আর এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী নানা পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাছাড়া সমাজকর্মীরা অটিস্টিক শিশুদের পুনর্বাসন, তাদের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, অটিজম সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রশ্ন ► ১. কালাম কৃষিকাজ করে। সে আঠারো বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের সেলিনাকে বিয়ে করে। বিয়ের দুই বছরের মধ্যে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। এরপরও তারা একটি পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। ফলো কো. পৃ. ১৬। প্রশ্ন নং ৩।

ক. অপৃষ্টি কী?

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান কোন সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

১

২

৩

৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

১. দেহের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা আধিক্য ঘটলে শরীরের যে অস্থাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে অপৃষ্টি বলা হয়।

২. বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের বিবাহকে বোঝায়। সাধারণত বয়সকে বিয়ের মাপকাঠি ধরে বাল্যবিবাহ ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতিসংঘ সর্বজনীন শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে ১৮ বছরের কম বয়সী সবাইকে শিশু হিসেবে ধরা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিয়ের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাত্মক প্রভাব পড়ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রহণ হচ্ছে। উদ্দীপকে এ সমস্যাটিরই দুটি কারণ পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। উদ্দীপকের কালাম চৌদ্দ বছরের সেলিনাকে বিয়ে করে। অঞ্জবয়সে বিয়ে করার ফলে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তান নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ। আবার পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কেননা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের সাধারণ ধারণা মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর সংসারে চলে যায়। তাই তারা কোনো কাজে আসে না। এছাড়া ছেলে সন্তানই কেবল উপর্যুক্ত করতে পারে। এ কারণে অনেকে ছেলেসন্তানের আশায় একাধিক সন্তান গ্রহণ করে। উদ্দীপকের কালামও তেমনই একজন। সে একটি পুত্রসন্তানের প্রত্যাশায় পরপর পাঁচটি মেয়ে সন্তানের বাবা হয়। এভাবে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করছে।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা দুটি হলো বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যা, যা পরিস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের প্রত্যেকটি উপাদান যেমন একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে, তেমনি সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উদ্দীপকের কালামের বাল্যবিবাহ করাও অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমেও এ সমস্যা দুটির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

জনসংখ্যা সমস্যার সাথে বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাল্যবিবাহের ফলে একটি পরিবার অনেক দিন ধরে সন্তান উৎপাদন করে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার বাল্যবিবাহের কারণে শিশু মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। ফলে পিতামাতা অধিক সন্তান গ্রহণ করে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ডুরাহিত করে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে

বাল্যবিবাহকে পরোক্ষভাবেও সম্পর্কিত করা যায়। যেমন-জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। আর নিরক্ষরতা অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। নিরক্ষরতার কারণে মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অঙ্গ থাকে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ অঙ্গতার কারণেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা সমস্যা ও বাল্যবিবাহ পরস্পর সম্পর্কিত।

পরিশেষে বলা যায়, উচ্চীপক্ষ বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার আন্তঃসম্পর্কের একটি খণ্ডিত উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন ১০ পিয়ালের বয়স দশ বছর। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। তার সাথে কেউ কথা বললে সে শুধু মাথা নাড়ায়। তার বাবা-মা তাকে স্কুলে পাঠায় না। কারণ সে অথবা সবার গায়ে থুথু ছিটায়। তবে সে অনেক সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। / দি. বো. চ. বো. রা. বো. দি. বো. সি. বো. ব. বো. ঘ. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৪: চলন্তপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫: বাল্যবিবাহ পিয়ালের সঠিক সম্বন্ধিত সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ৬/

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | গ্রিনহাউস ইফেক্ট কী? | ১ |
| খ. | জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. | উচ্চীপক্ষে পিয়ালের সমস্যাটি কী? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. | তুমি কি মনে কর, পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? যুক্তি দাও। | ৪ |

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের নেতৃত্বাচক কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসগুহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বাড়ার প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

খ জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি কারণ হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সবুজ বনাঞ্চল খৃংস করা।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অতিবৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। অন্যদিকে নির্বিচারে সবুজ বনাঞ্চল খৃংসের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গ্রিনহাউজ ইফেক্টের জন্য দায়ী। ফলে প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

গ উচ্চীপক্ষে পিয়ালের সমস্যাটি হলো অটিজম।

অটিজম হচ্ছে শিশুর বিকাশজনিত মাঝুরিক সমস্যা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অটিজম স্পেক্ট্ৰাম ডিজঅর্ডাৰ (এএসডি) বলে। শিশুর জন্মের ৩ বছরের মধ্যে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত হলে শিশুর আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং তাদের আচরণগত অৱ্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। উচ্চীপক্ষের পিয়ালের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অৱ্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়।

উচ্চীপক্ষের পিয়াল নিজে যেমন কারও সাথে কথা বলে না, তেমনি কেউ তার সাথে কথা বললে সে উত্তর দেয় না। এ থেকে বোঝা যায়, সে আত্মকেন্দ্রিক। অটিজম আক্রান্ত শিশুর পিয়ালের মতোই নিজেদেরকে গুড়িয়ে নেয়। যার জন্য তারা সমাজে অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম। যেমন- পিয়াল স্কুলে গিয়ে কারও সাথে মিশতে পারে না; বরং সবার গায়ে থুথু ছিটায়। তবে পিয়াল সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। এটি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো বিষয়ে দক্ষতা দেখা যায়। যেমন- কেউ পিয়ালের মতো ছবি আঁকতে পারে, কেউ সুন্দর গানের সুর অনুকরণ করতে পারে, কেউ বা মুখে মুখে বড় বড় যোগ-বিয়োগ করতে পারে প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যেই এরূপ উত্তাবনী ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকে। সুতরাং পিয়ালের সমস্যাটির ধরন বিবেচনা করে তাকে একজন অটিস্টিক শিশু বলা যায়।

ঘ আমি মনে করি পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সমূর্ধীন হয়। এ কারণে বিদ্যালয়ে তারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো পড়াশোনা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ জন্য অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে পড়াশোনার স্বার্থে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পর্কিত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি।

উচ্চীপক্ষের পিয়ালের আচরণে অৱ্বাভাবিকতা দেখা যায়। তাই বিদ্যালয়ে গিয়ে সে অন্যান্যদের সাথে থাপ খাইয়ে নিতে পারে না। মূলত অটিজম রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সিদ্ধান্ত এ কারণেই যথার্থ যে, অটিস্টিক শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় অনুকূল নয়। কেননা, স্বাভাবিক শিশুদের মতো অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক বা মানসিক বিকাশ ঘটে না। ফলে তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশে আরও অসহায় বোধ করে। অবশ্য অটিজমের তীব্রতা কম হলে অনেক শিশু স্বাভাবিক লেখাপড়া করতে পারে। তবে পিয়ালের মতো শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। অটিস্টিক শিশুদের সঠিক পরিচর্যার জন্য বর্তমানে বৱ পরিসরে হলেও কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

পরিশেষে বলা যায়, পিয়ালের বাবা-মা পিয়ালকে স্কুলে না পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পিয়ালের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ স্কুলে পাঠানো ও যজ্ঞের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১১ বিশ্বব্যাপী শিশু কলকারখানা বৃদ্ধি ও উন্নত দেশগুলোর অসম প্রতিযোগিতার ফলে অধিক হারে খনিজ জ্বালানি পূড়ছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী তার পরিবেশগত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিপর্যয়ের সমূর্ধীন হচ্ছে। বড়, সাইক্লন, জলচ্ছবাস, ভূমিকম্প, খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়ে যাওয়ায় জীববৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়ছে। পৃথিবীর এই বিপর্যয়ের জন্য ‘প্রকৃতি যত্ন না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী মানুষ।’ তাই উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের সবাই বিচলিত ও এটি অনুভব করে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

- ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. অটিজম কেন সামাজিক সমস্যা? ২
গ. উচ্চীপক্ষে কোন সমস্যার চিহ্ন ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যে উচ্চীপক্ষে উল্লিখিত উল্লিখিত কৃত্তা দায়ী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune deficiency Syndrome।

খ অটিজম সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ভ্রান্ত ধারণার কারণে এটিকে সামাজিক সমস্যা বলা হয়।

আমাদের দেশে অটিজম সম্পর্কে সাধারণে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গ অনেকটাই নেতৃত্বাচক। অনেকে এ রোগকে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বলে মনে করেন। ফলে অটিজম আক্রান্তদের জন্য সমাজে বসবাস করাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া অটিস্টিক শিশুরা সামাজিক যোগাযোগ তৈরিতে অক্ষম। মূলত এসব কারণেই অটিজমকে একটি সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়।

গ. উদ্দিপকে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের চীজ কুটে উঠেছে।

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপদজনক হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং নানারকম নেতৃত্বাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্দিপকে জলবায়ু পরিবর্তনেরই একটি খণ্ডিত তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দিপকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস। এই গ্যাস অতিরিক্ত শিল্প কারখানা ও জ্বালানি পোড়ানোর কারণে সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব হিসেবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও বাঢ়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জীববৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ জীবজগতের জন্য অনুকূল পরিবেশ জগতের স্বাভাবিক নিয়ম-বৈচিত্র্য পালন দিচ্ছে। আর স্বাভাবিকতার পরিবর্তন হলেই বিপর্যয় সংঘটিত হয়। উদ্দিপকে জলবায়ু পরিবর্তনের এ দিকটিই স্বল্প পরিসরে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ. বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের দায়িত্বজননীয়ন কর্মকাণ্ডকেই বেশি দায়ী করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, প্রকৃতি নয় বরং মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। উদ্দিপকের উক্তিটিতে এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দিপক থেকে জানা যায়, অতিরিক্ত শিল্প কারখানা স্থাপন ও জ্বালানির দহন পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষই দায়ী। শিল্পায়নের ফলে এবং নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ অন্যান্য গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের কারণেই পরিবেশে নানা ব্রক্ষ দৃঢ়ণের শিকার হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের কল্যাণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ উদাসীন। মূলত ১৭৫০ সাল থেকেই মানুষের নানাবিধ নেতৃত্বাচক কার্যকলাপের কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে তা প্রভাব ফেলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য মানুষই সম্পূর্ণ দায়ী। এজন্য আমাদেরকেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ► ১২ সোহরাব হোসেন এ বছর চাকরি থেকে অবসরে গিয়েছেন। তিনি হজে যাওয়ার মনস্থ করেছেন। তার তিন ছেলে এক মেয়ে এবং ছেলেরা স্বাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মেয়েটিকে নিয়ে তিনি চিন্তায় আছেন। মেয়েটি একটু বেঁটে এবং শ্যামলা। মেয়ে এস. এস. সি পাশ করেছে। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিত মনে হজে যেতে পারতেন। ভাল ছেলে পেলে সোহরাব সাহেব তার বসুন্ধরার বাড়ির একটি ফ্ল্যাট দিতেও রাজি আছেন।

/আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, সত্ত্বিল-চাকা/ গ্রন্থ নং ৪/

ক. বাংলাদেশে ছেলে এবং মেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত? ১

খ. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ২

গ. সোহরাব সাহেবের মানসিকতা কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দিপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজ কর্মীর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর।

খ. সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জন্মগ্রহণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উত্তৃত। বিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও পথার পরিপন্থ কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ. উদ্দিপকের সোহরাব সাহেবের মানসিকতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা যৌতুকের ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে যৌতুক হলো এমন একটি সামাজিক কু-প্রথা, যাতে বিবাহের সময় করনে ও বরপক্ষের মধ্যে দর ক্ষমতাবাদী মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, মূর্ব্ব-সামগ্ৰী বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা দানে কল্যাপককে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত যৌতুক প্রথা মূলত হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য থেকে উত্তৃত। কেননা, হিন্দু সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কল্যাণ কোনো অধিকার থাকে না। ফলে কল্যাণকে পাত্রস্থ করার সময় সোনা, গয়না, টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য মূর্ব্বসামগ্ৰী দেওয়ার প্রচলন ছিল, যা সময়ের পরিক্রমায় যৌতুকে পরিগত হয়।

উদ্দিপকে সোহরাব হোসেন তার এস.এস.সি পাশ মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত কারণ সে একটু শ্যামলা ও বেঁটে। তিনি মনস্থির করেন মেয়ের জন্য ভালো পাত্র পেলে তার বসুন্ধরার ফ্ল্যাটটি পাত্রের নামে লিখে দিবেন। সোহরাব সাহেবের মানসিকতাটি উপরে আলোচিত যৌতুক প্রথার সাথে সামঝসাপূর্ণ। সুতরাং বলা যায় যে, সোহরাব সাহেবের মানসিকতা যৌতুক নামক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ. উদ্দিপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা তথা যৌতুক মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মধ্যে যৌতুক অন্যতম। যৌতুকের ফলে সমাজে নানা ধরনের অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। এ অবস্থা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো অজ্ঞতা এবং অহেতুক ভয়ভীতি। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রন্ত (যৌতুকের শিকার) ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানে একজন পেশাগত সমাজকর্মী যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যৌতুকের কারণে কোনো মেয়ে যদি হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাকে আইনগত সহায়তা পেতে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় নিয়ে সাহায্যার্থীকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। আবার যৌতুকবিরোধী প্রচার অভিযানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, যেমন— সংবলপত্র ও টেলিভিশনে যৌতুকের ক্ষতিকর দিক এবং শাস্তির বিধানগুলো তুলে ধরে যৌতুকবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে পারেন। সমাজকর্মী তার কার্যক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে নিজে উদ্যোগী হয়ে সাহায্যার্থীর সমস্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজকে কাজে লাগাতে পারেন। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে স্কলচুর্পে প্রত্যয়মান হয় যে, উদ্দিপকের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

প্রা ▶ ১৩ শাস্তী মা-বাবারু একমাত্র সন্তান। মা-বাবা উভয়ই সরকারি কর্মকর্তা। সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া দু'জনের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এ নিয়ে শাস্তী'র অনেক অভিযোগ, কিন্তু মা-বাবা তা খুব একটা আমলে নেন না। স্কুলে যাওয়ার সময় বা স্কুল থেকে ফেরার পথে অন্যান্য শিশুদের সাথে তাদের মা-বাবাকে দেখলে তার কান্না আসে। এরূপ মানসিক অঙ্গস্তি নিয়ে শাস্তী বড় হতে থাকে। একসময় চরম হতাশা তাকে গ্রাস করে। আর এ থেকে মুক্তির জন্য সে নেশা করতে করতে মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে।

/নিচের জেব কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৩/

- ক. Problem শব্দটি গ্রিক কোন শব্দ থেকে উত্তৃত? ১
- খ. বাংলাদেশে বেকারত্বের কুণ্ডাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্ধীপকের আলোকে মাদকাসন্তের কারণগুলো আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Problem শব্দটি গ্রিক Problema থেকে উত্তৃত। যা সাধারণত অবাধিত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

খ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা, যার কুণ্ডাব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

বেকারত্বের কারণে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান আশানুবৃত্ত নয়। অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণ বেকারত্বের ফলে সন্তান, চান্দাবাজি, ছিনতাই ইত্যাদির মত অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে মাদকাসন্তির অন্যতম প্রধান কারণ বেকারত্ব। পারিবারিক কলহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্যা বৃদ্ধিতেও বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

গ উদ্ধীপকের শাস্তী মা-বাবার স্নেহের অভাবে মাদকাসন্ত হয়ে পড়েছে। মাদকাসন্তির এরকম বহুবিধ কারণ রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসন্তি অন্যতম। মাদকাসন্তির বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে সংজ্ঞাদোষ ও মাদকের প্রতি কৌতুহল, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, বেকারত্ব, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি। আবার অনেক ছেলেমেয়ে ছেটবেলা থেকেই মা-বাবার আদর-ন্মেহ থেকে বক্ষিত হয়ে নেশা করতে করতে মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে। উদ্ধীপকের শাস্তীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দৃশ্যমান।

উদ্ধীপকে দেখা যায়, মা-বাবার একমাত্র সন্তান শাস্তীর বাবা-মা দুজনেই চাকরীজীবী হওয়ায় শাস্তীকে সময় দেওয়ার সুযোগ পায় না। সে তার বাবা-মাকে অনুভব করে। কিন্তু না পেয়ে হতাশা ও একাকিত্বের কারণে শাস্তী মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে। সন্তান স্বভাবতই পিতা-মাতার আদর-ন্মেহ, সংজ্ঞ, ভালোবাসা চায়। পিতা-মাতা দুজনই কর্মস্বলে ব্যস্ত থাকলে সন্তান একাকিত্ব অনুভব করে। ফলে সন্তানেরা পিতা-মাতার সাহচর্য ও আদর-ন্মেহের অভাবে হতাশা ও নিরাপত্তাইন্তায় ভোগে। অনেকেই অসৎ সংজ্ঞ পড়ে ভয়াবহ মাদকের প্রতি আসন্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই উদ্ধীপকের শাস্তী মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে।

ঘ উদ্ধীপকে উল্লিখিত মাদকাসন্তি দূরীকরণে পেশাদার সমাজকর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাদকের ভয়াবহ ছোবলে আমাদের সন্তানবনাময় যুব সমাজ ধ্বন্দ্বায়। সমাজ থেকে মাদকাসন্তি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন মাদক-সংক্রান্ত ব্যব্ধার্থ তথ্যবলি। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে তথ্যবলি সংগ্রহ করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। মাদকাসন্তির ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারেন। মাদকাসন্ত সন্তানের অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল, সচেতন

করতে সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং দল সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাদকাসন্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্ধীপকের শাস্তী কর্মব্যস্ত পিতা-মাতার সঙ্গের অভাবে হতাশা ও বিষয়গুলোয় মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতাকে অনুভব করার কথা শাস্তী প্রকাশ করলেও তারা আমলে নেননি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ শাস্তীর পিতা-মাতাকে সন্তানের অভাব-অভিযোগ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন। মাদকাসন্তি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মী গবেষক, প্রশাসক এবং সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। মাদকাসন্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য হাসপাতাল বা সংশোধনাগারে সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগুলি ব্যক্তির সমস্যা সংশোধনে কাজ করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মাদকাসন্তি দূরীকরণে সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রা ▶ ১৪ শিশু সুমন জন্মের দু'বছরেও কথা বলা তো দূরে থাক অন্যের ভাকে সাড়া দেয় না। আবার অন্যের উপস্থিতি টেরও পায় না। প্রথম প্রথম শিশুটির মা-বাবা খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ভাঙ্গার। দেখাচ্ছে কিন্তু শিশুটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যাটি আরো প্রকট আকার ধারণ করছে।

- /নিচের জেব কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৪/
- ক. পুষ্টিইনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
 - খ. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা দাও। ২
 - গ. উদ্ধীপকে যে সমস্যাটির প্রতি ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩
 - ঘ. উক্ত সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুষ্টিইনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Malnutrition।

খ সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘকালীন পরিবর্তন যা সমুদ্রের উচ্চচাপের কারণে হয়ে থাকে। সমুদ্র ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে ওজোন স্তরকে প্রভাবিত করে যা জলবায়ুর বিবৃত অবস্থার সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্ধীপকে শিশুর মন্তিক্ষের বিকাশজনিত সমস্যা অটিজমকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অটিজম হলো জীবনব্যাপী অক্ষমতা যা একজন ব্যক্তিকে তার চারপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। অটিজম শব্দটি গ্রিক Autos থেকে এসেছে, যার বাংলা অর্থ আস্তসংবৃতি। এটি মানসিক রোগবিশেষ। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কারও সাথে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ করতে অস্ক্রম। অটিজম শিশুর এমন একটি সমস্যা, যাতে শিশু পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি, যেমন—ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না। শিশু নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে।

উদ্ধীপকে শিশু সুমন জন্মের দু'বছরেও কথা বলতে, কারও কথার জবাব দিতে বা উপস্থিতি টের পেতে অস্ক্রম। অটিজম মন্তিক্ষের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যা শিশুর ২ বছরের মধ্যে দেখা যায়। একজন অটিজিটিক শিশুর মধ্যে যোগাযোগে অক্ষমতা, বিভিন্ন অজ্ঞ-প্রত্যক্ষ নড়াচড়া ও চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা, কারও ভাকে সাড়া না দেয়া, কারও সাথে মিশতে অনীহা, অবস্থা জোরে চিক্ককার করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। উদ্ধীপকের শিশু সুমনের মধ্যে আক্রান্ত শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১ উদ্দীপকে উক্ত সমস্যা অর্থাৎ অটিজম সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষকে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। অটিস্টিক শিশুর মূল সমস্যা হলো যোগাযোগ, আচরণ ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে সুস্থিতি-প্রতিস্থিতি করতে না পারা বা অক্ষমতা। তবে বেশির ভাগ অটিস্টিক শিশু অত্যন্ত সন্তুষ্টবনাময় হয়। অটিস্টিক শিশুর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তার যথাযথ পুনর্বাসন, পরিবার ও সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সমাজকর্মীগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের শিশু সুন্মের মৌখিক যোগাযোগ ও অনুভূতিহীনতা অটিজমকে নির্দেশ করে। তার মতে অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা লাঘবে শিশুর বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যথাযথ শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার জন্য উচ্চৰ্ত্ব করতে পারেন। অটিজম মোকাবিলায় প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা ও সচেতনতা, অটিজম বোঝা নয় সম্পদ'—এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক শিক্ষামূলক ও প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমাজকর্মের নীতি ও তত্ত্ব প্রয়োগের ঘাথ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে সুন্মের মত অটিস্টিক শিশু সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদে পরিণত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের মূল ধরায় সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সমাজে তার অধিকার ও অটিজম সম্পর্কে ইতিবাচকতা তৈরির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন **১৫** রহিমের গ্রামে অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। গ্রামে যুবকরা অনেক নেতৃত্বাচক কার্যক্রম-এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে। গ্রামবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উক্ত সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।

/অভিজ্ঞ মন্তেজ সুজল এত কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১৫/

ক. সমস্যা কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া একটি সামাজিক সমস্যা' ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমস্যা হলো অবাধিত, ইচ্ছপূর্ণ, অসম, জাটিল ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা।

খ. সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাধিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারম্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উত্তু। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থ কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ. রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া হলো বেকারত্ব যা একটি সামাজিক সমস্যা।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের

অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়। এতে সমাজে ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকেও এ সমস্যা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় রহিমের গ্রামে অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। রহিমের গ্রামের এই সমস্যাটি উপরে বর্ণিত বেকারত্ব নামক সামাজিক সমস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া হলো একটি সামাজিক সমস্যা।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো বেকারত্ব যার কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সাধারণভাবে বেকারত্ব বলতে কমইন অবস্থাকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আয় উপর্যুক্ত কাজে নিয়োজিত হতে না পারে তখন এই ব্যক্তির কমইন অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। বর্তমানে এটি আমাদের দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকেও এই সমস্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে রহিমের গ্রামের অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও কাজ পাচ্ছে না যা বেকারত্বকে নির্দেশ করছে। আর এটি একটি সামাজিক সমস্যা যার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বেকারত্ব হলো একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থায় লোকজনের কাজ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকলেও তাদের কাজ থাকে না। এই সমস্যার সাথে অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। এর প্রভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধ্যগ্রস্ত হয়। এ সমস্যাটি আরও বিভিন্ন সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকাস্তি গ্রহণ সমস্যা সৃষ্টি করে। এছাড়া পারিবারিক ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্ধারিত ইত্যাদি অবস্থা বৃদ্ধিতে বেকারত্ব ভূমিকা রাখে। এসব বৈশিষ্ট্যেই বেকারত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো বেকারত্ব যার উপরেল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন **১৬** শিগন পত্রিকার একটি উপসম্পাদকীয় পড়ছিল যাতে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ ছিল। যেমন, বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি ক্রমান্বয়ে লবণ্যাত্মক হওয়া, অতিমাত্রার ঘরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া।/সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৩/

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. অটিজম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত সমস্যাটি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর কর্ণীয় লিপিবদ্ধ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune deficiency Syndrome.

খ. অটিজম মন্তিষ্ঠ বিকাশের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় একে Neurological Disorder বলা হয়।

অটিস্টিক বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ তারা বুঝবুঝিসম্পর্ক হয়ে থাকে। কিন্তু তারা মানসিক রোগী নয়। বরং এসব শিশুর মন্তিষ্ঠকের বিকাশ সুস্থিতাবে হয় না বলেই তারা সমাজের অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম।

১। উদ্বীপকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্তমান বিষয়ের অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব। সাধারণত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্টি কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপবৃত্তিকারী শিনহাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) মাত্রা বাঢ়তে থাকে। এর ফলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আবহাওয়ার পতি-প্রকৃতিতে যে তারতম্য আসে তাই জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলাফল হিসেবে অতিবৃষ্টি, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাব হিসেবে সুনামি সংঘটিত হয়। সাধারণত সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদর্শীর্ণণ বা ভূমিধসের কারণে সুনামি হয়ে থাকে।

উদ্বীপকের শিপন একটি উপসম্পাদকীয় পড়ছিল যাতে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা ছিল। যেমন—বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি লবণ্যাত্ত হওয়া, অতি খরা যার কারণে দুর্যোগ বেড়ে যায়। উদ্বীপকের এ সকল তথ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং উদ্বীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন।

২। উক্ত সমস্যা অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মনুষের জীবন ও জীবিকায় কী ধরনের ক্ষতি করে তা চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। ডিজিও প্রদর্শনী; ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতেও সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। এ ছাড়াও সমাজকর্মীরা দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে এরকম সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। আবার জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়ী শিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সংগ্রহিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। এ ছাড়া সমাজকর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় বা কীভাবে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়ে গুণিকণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। সেই সাথে তিনি এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংগ্রহিতা বাড়াতে পারেন।

উদ্বীপকের একটি পত্রিকায় পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ ছিল। যেমন- বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি ত্রুট্যালয়ে লবণ্যাত্ত হওয়া ও অতিমাত্রায় খরা যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। উদ্বীপকে ইঙ্গিতকৃত এ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী উপরোক্তিভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭

পারম্পরিক মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগ সমস্যা



সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে
সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা

পুনরাবৃত্তিমূলক বা একই কাজ বারবার
করার আচরণগত সমস্যা

(সেক্টর টেক্নোলজি কলেজ, ঢাক্কা) পৃষ্ঠা ৩/৩

ক. গ্রিক Problema শব্দের অর্থ কী?

খ. “সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উত্তৃত”— বুঝিয়ে লিখো। ২

গ. উদ্বীপকটিতে “?” চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে
ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মী কী ভূমিকা
রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রিক Problema শব্দের অর্থ হলো এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা
যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

খ. সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উত্তৃত এ বক্তব্যটি সমস্যার সামাজিক
কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়।

সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ কারণে সামাজিক
সমস্যা দেখা দেয়। এটি সমাজের মানুষের জন্য একটি অস্বাভাবিক
অবস্থা, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। এটি সমাজের
বাইরের কোনো অবস্থা নয়। বরং সমাজে বসবাসকারী মানুষ এ
অবস্থা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাই বলা হয়, সামাজিক সমস্যা
সমাজ থেকে উত্তৃত।

গ. উদ্বীপকের ‘?’ চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মন্তব্যকর বিকাশজনিত একটি মানুষিক ও মানসিক
সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ
থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা
দেয়, যা উদ্বীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-
মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication)
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা
সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে
তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে
পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে
তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা
কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের
মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। ফলে সহজে কাঠো
সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার
করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ বেলনা নিয়ে একইভাবে
বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ
বিষয়গুলোই উদ্বীপকে নির্দেশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকে ‘?’
চিহ্নিত স্থানে অটিজম সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা প্রদান
এবং এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী
ভূমিকা রাখতে পারেন।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই অটিজম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে
না। এর ফলে অটিস্টিক শিশুদের সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য ও
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ বাড়তি যত্ন ও ভালোবাসা
তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু সামাজিকভাবে তারা
উপেক্ষিত হয় এবং উপহাসের মুখে মানবের জীবনযাপন করে। তাই এ
সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ
করতে পারেন।

আবার অটিস্টিক শিশুদের সমস্যাগুলো কখনোই পুরোপুরি দূর করা
সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা ও যত্নের মাধ্যমে তার অক্ষমতা
কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া যথাযথ সহযোগিতা ও বিশেষ শিক্ষা দিয়ে
পরিগত বয়সে তাদেরকে আক্ষনির্ভর করে তোলাও সম্ভব হয়। আর

একজন সমাজকর্মী নানা পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাহাড়া সমাজকর্মীরা অটিস্টিক শিশুদের পুনর্বাসন, তাদের পক্ষে সামাজিক আল্ডেলন গড়ে তোলা এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, অটিজাই সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ফয়সাল একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরির চেষ্টা করছেন। তবে প্রচলিত মজুরি কাঠামোতে চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পেতে অসমর্থ হন। অন্যদিকে পুঁজি না থাকায় তার পক্ষে ব্যবসা করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমানে তিনি অনেকাংশে হতাশাপ্রস্ত। *(সেন্টাইল উইবেল কলেজ, ঢাকা) প্রশ্ন নং ৪/*

- ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? **১**
খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়? **২**
গ. ফয়সালের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। **৩**
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। **৪**

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ. বাল্যবিবাহ বলতে অগ্রান্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়েকে বোঝায়। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিয়ের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। এর কম বয়সে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে সেটা বাল্যবিবাহ হবে। অনেকসময় ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে গোপন রেখে তারা বিয়ের উপযোগী ইওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে দেখা যায়।

গ. ফয়সালের চাকরি না পাওয়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বেকারত্বকে নির্দেশ করে।

বেকারত্ব যেকোনো দেশের জন্য অভিশাপরূপ। এর ফলে কাজ করার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য যুবক অলস সময় কাটাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা তাদের ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক নেতৃত্বক প্রভাব রাখে।

উদ্দীপকের ফয়সাল মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করেও তিনি চাকরি পাচ্ছেন না। আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকায় ব্যবসা ও করতে পারছেন না। একেতে বলা যায় ফয়সালের চাকরি করার মতো যোগ্যতা এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজিত চাকরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়টির সাথে বেকারত্বের মিল আছে। কারণ শুধু কর্মহীনতা বেকারত্ব নয়। যখন একজন কর্মকর্ত্তা লোক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকেও বেকারত্ব বলা যায়। উদ্দীপকে ফয়সালের ক্ষেত্রে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি বেকারত্ব সমস্যার একটি বাস্তব উদাহরণ।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সে অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। একেতে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের ফয়সালের মতো অসংখ্য তরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও চাকরি পাচ্ছেন না। একেতে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য খণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ভাস্তুর, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ রূপ ভাব), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রভৃতিও বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। একেতে সাধারণ মানুষের ভূল ধারণা ভেঙ্গে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্বের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ময়নার বাবা একজন কৃষক। সম্প্রতি আলেচিত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি এ ঘটনার মূল উৎস হিসাবে কাজ করছে। মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এটি নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলেছে। এ অবস্থার মোকাবিলার জন্য উন্মুক্তমূলক কর্মসূচি প্রয়োজন। *(আজিমপুর গভৰ্ণমেন্ট পার্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা) প্রশ্ন নং ৪/*

- ক. HIV কী? **১**
খ. মাদকাস্তি বলতে কী বোঝায়? **২**
গ. ময়নার বাবা কোন ঘটনা নিয়ে চিন্তিত? কৃষিক্ষেত্রে উত্ত ঘটনার নেতৃত্বাচক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। **৩**
ঘ. উত্ত অবস্থার মোকাবিলায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। **৪**

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. HIV হলো এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা মানবদেহে এইডস রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী।

খ. মাদকাস্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাস্তি একটি মনো-ন্যায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ. ময়নার বাবা জলবায় পরিবর্তনজনিত ঘটনা নিয়ে বেশ চিন্তিত।

জলবায় পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জনজীবনে দেখা দিচ্ছে নালা ধরনের দুর্ভোগ। জলবায় পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতার পরিমাণ এবং ধরন পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়টি উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

পানি ব্রহ্মতার কারণে প্রতিনিয়ত উৎপাদন কমছে। নতুন প্রজাতির পোকা ও বালাইয়ের আক্রমণ বাড়ছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এদেশে ঘরার কারণে প্রায় ২১.৮ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে। বন্যার কারণে ক্ষতি হয়েছে ২৬.৮ লাখ টন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ৯৩টি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের ক্ষতি করেছে ৪১,৩০০ কোটি টাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জরিপে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ১,২০০ কি. মি. নদীর তীরে গ্রেচে গ্রেচে এবং আরও ৫০০ কি. মি. ভাঙ্গনের সময়ীন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১০৬,৩০০ হেক্টের নদী তীরের ভাঙ্গন হয়েছে। তাই বলা যায়, জলবায়জনিত কারণে কৃষিক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

১ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসকরে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা তৎপর্যপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবের জীবন ও জীবিকায় যে ক্ষতি হয় বা হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারেন। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ভিডিও প্রদর্শনী, ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে তিনি কাজ করতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থার মাঝে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য যে সকল বিষয় বা উপকরণ দায়ী তার মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। এ গ্যাস যাতে কম নিঃসৃত হয় সেজন্য সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্তব্যরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। আমরা যেহেতু জলবায়ু বিপন্ন দেশে বসবাস করি তাই আমাদেরকে অভিযোগ কর্মতা কৌশল বাড়াতে হবে। কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় বা কীভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা নেওয়া জরুরি। এসকল ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। এ কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণমান্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে পারেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় তাই বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'C' গ্রামের আরজু মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার চার ছেলে ও তিনি মেয়ে। তার মত দিনমজুরের পক্ষে এত বড় পরিবারের ভরণপোষণ কষ্টকর। তার ছেট সন্তানটি ডয়ানক দুর্বল। তার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটেনি। ডাক্তার আনান খাদ্যের অভাবেই এমন হয়েছে।

||আজিমপুর গড় পালক স্কুল টেক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫।

- ক. কাম্য জনসংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান কেন? ২
গ. আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ছেট সন্তানের সৃষ্টি সমস্যার নাম কী? উক্ত সমস্যা ব্যক্তিগত আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে— তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

১ কোনো দেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে জনগণের জীবনযাত্রার মান ও সেবার মান সর্বোচ্চ হয়ে থাকে তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

২ সমাজের সব বিষয় একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যেও আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি দিক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। আর সামাজিক সমস্যাগুলো মূলত সমাজ থেকেই উত্তৃত। এজন্য কোনো সামাজিক সমস্যাই একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা আরেকটি সমস্যার কারণ হিসেবে কাজ করে। এ জন্য সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

৩ আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য।

বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে দারিদ্র্য দেখা দেয়। অনেক পরিবার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

পৃষ্ঠিকর খাদ্যের অভাবে স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পৃষ্ঠিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। এতে মানুষ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বাসস্থান সংকট, নিরক্ষতা, বেকারত্ব প্রভৃতি অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণেই সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের আরজু মিয়ার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

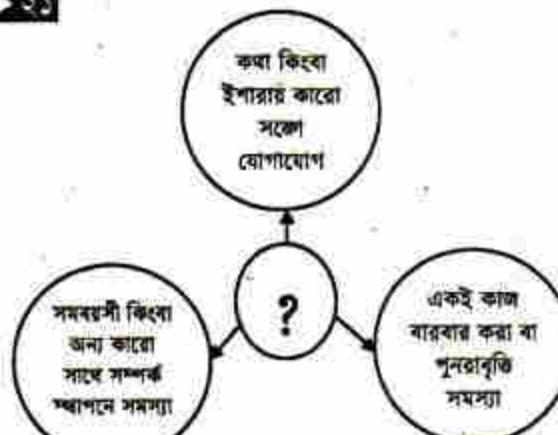
উদ্দীপকের দরিদ্র কৃষক আরজু মিয়ার চার ছেলে ও তিনি মেয়ে। এতে বোঝা যায় তার পরিবারটি অনেক বড় পরিবার। তার মতো দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এত বড় পরিবারের যথাযথ ভরণপোষণ সম্ভব হয় না। তার ছেট সন্তানটির পৃষ্ঠিকর খাদ্যের অভাবে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেনি। এজন্য তার সন্তানটি অত্যন্ত দুর্বল। তাই বলা যায়, আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দরিদ্রতা।

৪ আরজু মিয়ার ছেট সন্তানের সৃষ্টি সমস্যাটি হলো পৃষ্ঠিহীনতা।

পৃষ্ঠিহীনতা একটি সামাজিক সমস্যা। পৃষ্ঠিহীনতার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের আচরণের ওপর নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে। অপৃষ্ঠিজনিত কারণে প্রসৃতি মা ও শিশুর মৃত্যুর হারও অধিক হয়। কেননা, পৃষ্ঠিহীনতা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অপৃষ্ঠিজনিত কারণে রাতকানা, গলগণ্ড, স্কার্ডি, রিকেট, পেলেগ্রা, ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়ারকর, ডুকের শুষ্কতাসহ নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দরিদ্র কৃষক আরজু মিয়ার পক্ষে তার পরিবারটির ভরণপোষণ কষ্টকর। তার ছেট সন্তানটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার জানান খাদ্যের অভাবেই তার সন্তানের অবস্থা এরকম হয়েছে। এতে বোঝা যায়, আরজু মিয়ার সন্তানের সমস্যাটি হলো পৃষ্ঠিহীনতা। আর পৃষ্ঠিহীনতার প্রভাবে আরজু মিয়ার ছেলের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ও মেধাহীনতার কারণে তার শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা কমে যাবে। তার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং পড়ালেখায় অমনোযোগী হবে। অপৃষ্ঠিজনিত কারণে তার আচরণে অসংগতি দেখা দেবে। সে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। তার কর্মক্ষমতা কমে যাবে। এতে সে তেমন কাজ করতে পারবে না এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। এজন্য সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘেমন- চুরি, ছিনতাই, পতিতাবৃত্তি, বিকৃত ঘোনাচার, হত্যাকাণ্ডসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১



/বারায়পগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫: সরকারি তোলারাম কলেজ, নরায়পগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৬।

- ক. অটিজম সম্পর্কে কে প্রথম ধারণা দেন? ১
খ. রেড ফ্ল্যাগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছকটি কী নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার মতে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে Inclusive সমাজ গঠন আবশ্যিক— তোমার মতামতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

১ অটিজম সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিও ক্যানার।

৩. রেড ফ্ল্যাগ বলতে কোনো ব্যক্তির সমস্যাগ্রন্থ, হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশককে বোঝায়।

একজন সমাজকর্মী সমস্যাগ্রন্থ কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করার শুরুতেই নিশ্চিত হয়ে নেন যে, ব্যক্তি সমস্যার কোন পর্যায়ে আছেন। এ পর্যায়গুলো চিহ্নিত করার জন্য বেশ কিছু স্ক্রিনিং টুল ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডফ্ল্যাগ, এম-চ্যাট, ডিএসএম ফাইভ ইত্যাদি। রেড ফ্ল্যাগ স্ক্রিনিং টুলস দিয়ে চিহ্নিত ব্যক্তি সর্বোচ্চ সমস্যাগ্রন্থ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। সাধারণত অটিজম সমস্যার মাত্রা চিহ্নিতকরণে রেড ফ্ল্যাগসহ অন্যান্য টুলস ব্যবহার করা হয়।

৪. উদ্দীপকের ‘?’ চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মন্তিক্ষেকের বিকাশজনিত একটি মায়াবিক ও মানসিক সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম অক্সৃত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকভাবে সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে যিশতে পারে না। ফলে সহজে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ খেলনা নিয়ে একইভাবে বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত অটিজম সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক সমাজ গঠন করা জরুরি।

অটিজম হলো মন্তিক্ষেকের বিকাশজনিত সমস্যা। এ সমস্যায় আক্সৃত শিশুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকভাবে সম্মুখীন হয়। এরা সমবয়সীদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। আবার তারা একই কাজ বারবার করতে থাকে। উদ্দীপকের চিত্রেও এই বিষয়গুলোই উল্লেখ করা হয়েছে, যা অটিজম সমস্যাকেই নির্দেশ করছে। আর উপর্যুক্ত সামাজিক পরিবেশ সূচিতে মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশেই দূর করা যায়।

অটিজম সমস্যা দূর করতে হলে সমাজ থেকে অটিজম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। অটিজমে আক্সৃত শিশুদেরকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ধরনের শিশুদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যথাযথ শিক্ষা কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার জন্য উন্নুন্ন করতে হবে। “অটিজম বোঝা নয়, সম্পদ” এই ধারণাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক শিক্ষামূলক ও প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে অটিজমে আক্সৃত শিশুদের জন্য সমাজে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অটিজম সমস্যা সমাধানে অটিজম আক্সৃত শিশুদের জন্য সহায়ক সমাজ গঠন আবশ্যিক।

প্রশ্ন ১২. মাসুমদের বাড়ি নদী এলাকায়। আগে তাদের নদীতে প্রচুর মাছ থাকত। অনেক মানুষ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন নদীতে মাছ নেই বললেই চলে। ফলে অধিকাংশ জেলে কমহীন হয়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। *বাংলাদেশের সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮।*

ক. বিশ্ব AIDS দিবস কবে?

১. বেকারত্ত বলতে কী বোঝায়?

২. গ. উদ্দীপকে মাসুমদের এলাকায় জীবিকা পরিবর্তনে কীসের প্রভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো।

৩. ঘ. ‘বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নত পরিবর্তনের প্রভাব আরও সুন্দর প্রসারী’ কথাটি বিশ্লেষণ করো।

৪.

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিশ্ব AIDS দিবস হলো ১লা ডিসেম্বর।

ব. সাধারণভাবে বেকারত্ত বলতে মানুষের কমহীনতাকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যদি আয় উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত না থাকে তবে তার ঐ অবস্থা বেকারত্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে বেকারত্ত বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যাতে কর্মক্ষম শ্রমিক বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সম্মেও কোনো চাকরি পায় না। আবার কর্মক্ষম শ্রমিকের অনিচ্ছাকৃত কমহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ত বলা হয়। বেকারত্ত একটি সামাজিক ব্যাধি যা অর্থনৈতিক প্রযুক্তির অন্তর্বায়।

গ. উদ্দীপকে মাসুমদের এলাকায় জীবিকা পরিবর্তনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনে দিনে বাঢ়ছে। ফলে প্রাকৃতিক দূর্ঘোগের বৃুকি বাঢ়ছে। এতে জীববৈচিত্র্যের উপর ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। জীবের বাস্তুসংস্থান নষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, পশু-পাখি, মৎস্য প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্ঘোগে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন জীবিকার উপর নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। অনেকক্ষেত্রে মানুষ জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। উদ্দীপকেও তাই লক্ষ করা যায়।

ড. উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসুমদের এলাকার নদীতে আগে প্রচুর মাছ থাকত। অনেক মানুষ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু এখন নদীতে মাছ নেই। এর কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঐ নদীতে মাছের বাস্তুসংস্থান ও আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে নদীতে মাছের উৎপাদন ও বিচরণ কমে গেছে। এতে মাছ না থাকায় অনেক মানুষ জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় উন্নত পরিবর্তন অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন আরও সুন্দরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

পৃথিবীতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। এতে সারা পৃথিবীতেই ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। উদ্দীপকেরও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মাসুমদের এলাকার নদীতে আগে প্রচুর মাছ থাকলেও এখন মাছ নেই। বললেই চলে। আর ঐ নদীতে মাছ না থাকার কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছের বাস্তুসংস্থান ও আবাসস্থল বিনষ্ট হওয়া। এতে এই এলাকার মানুষ পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন এদেশের মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বর্তুভেদে তাপমাত্রা ও বৃক্ষপাতের পরিমাণ ও ধরন পরিবর্তিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্ঘোগেও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের আবাসস্থলে সংকট দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রের মাছের বাস্তুসংস্থানের উপর নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। এতে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবিকা অর্জন হুমকির মুখে পড়ছে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন নতুন নতুন রোগ আবির্ভূত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন জলোচ্ছাস, খরা প্রভৃতি বাড়ছে। এ কারণে প্রতিবছরই দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিধীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাজের সম্মানে মানুষ শহরে পাঢ়ি জমাচ্ছে। এর পাশাপাশি এদেশের জীববৈচিত্র্যও ধ্রংস হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় উদ্বৃত্তি নির্দেশিত জলবায়ুর পরিবর্তন খুবই নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রশ্ন ২৩ সুমন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার পাশের বাড়ির ১৫ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে। সুমন এ বিষয়টি নিয়ে তার বন্ধুদের সাথে কথা বলে। তারা এও জানে এটা একটি সামাজিক অপ্রযোগিত অবস্থা, এটা ঠেকাতে হবে। সুমন বলে যে, তাদের মেয়ে তারা বিয়ে দিচ্ছে তাতে আমাদের কী করার আছে? বন্ধুরা বলে যে, সকলে মিলে মেয়েটির বাবা-মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। না হলে আইনের সাহায্য নিতে হবে।

/নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/ গ্রন্থ নং ১/

- ক. শ্রেণি Problema শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য—বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্বৃত্তিকে ইঙ্গিতকৃত পরিস্থিতি প্রতিরোধে সুমন এবং তার বন্ধুদের মনোভাবে সামাজিক সমস্যার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্বৃত্তিকে উল্লিখিত ঘটনাটি কীভাবে জনসংখ্যানীতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে? বুঝিয়ে লিখ। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রেণি Problema শব্দের অর্থ হলো এমন একটি অপ্রযোগিত ঘটনা যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

খ পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

গ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সুমন এবং তার বন্ধুদের মনোভাবে সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

যেকোনো অস্বাভাবিক অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর অবস্থা মোকাবিলার লক্ষ্যে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হয়। অর্থাৎ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উদ্বেগ ও তা দূর করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি না হলে, তাকে সমস্যা বলা যাবে না।

উদ্বৃত্তিকে দেখা যায়, সুমন ও তার বন্ধুরা বাল্যবিবাহকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, বাল্যবিবাহের নেতৃত্বাচক প্রভাব তারা অনুভব করতে পেরেছে। সেই সাথে তা বন্ধের প্রয়োজন বোধ করেছে। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে যৌথ উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যটি তাদের কার্যক্রমে ফুটে উঠেছে।

ঘ বাল্যবিবাহের সাথে জনসংখ্যাস্কীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। সাধারণত মহিলাদের সন্তান উৎপাদনক্ষম বয়স হলো ১৫-৪৯ বছর। বাল্যবিবাহের ফলে প্রজননক্ষম বয়সের অধিক সময় বিবাহিত অবস্থায় থাকার কারণে সন্তান জন্মদানের হার বেশি হবার সন্তান থাকে। ফলে মহিলারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া বাল্যবিবাহের কারণে নারীদের শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হয়। ফলে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতৃত্বাচক দিক সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যার কারণে তারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। আবার শিক্ষার অভাবে নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বিপ্রিত হয়। এর ফলে অধিক সন্তান লালন-পালনে তাদের কোনো সমস্যা হয় না যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ঘ 'ক' দীর্ঘদিন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে সে জটিল রোগে আক্রান্ত। জ্বর, সর্দি, কাশি, বিরতিহীন ডায়ারিয়া ও ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগে ভুগছে সে। এ বিষয়ে উদ্বিপ্প হয়ে সমাজকর্মী করিম সমাজবাসীকে সচেতন করতে কাজ করেন।

/সরকারি জেলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ/ গ্রন্থ নং ৪/

- ক. HIV এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
- খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্বৃত্তিকের 'ক' মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. উদ্বৃত্তিকের এই সমস্যা প্রতিরোধযোগ্য-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘকালীন পরিবর্তন যা সমুদ্রের উচ্চচাপের কারণে হয়ে থাকে। সমুদ্র ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। পরিবেশ দৃষ্ট বিভিন্নভাবে ওজন স্তরকে প্রভাবিত করে যা জলবায়ুর বিপুল অবস্থার সৃষ্টি করে।

গ উদ্বৃত্তিকে 'ক' এর মধ্যে এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এইডস একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিবার্য যৌন সম্পর্ক, তৃটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালন, ব্যবহৃত সিরিঙ্গ, পুনরায় ব্যবহার, আক্রান্ত মায়ের দুধ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এইডসে আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্তদের কিছু শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ যেমন দ্রুত শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি জ্বর, সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট, বিরতিহীন ডায়ারিয়া, খাবারে অসুস্থি, অবসান্নগ্রস্ততা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয়।

উদ্বৃত্তিকে দেখা যায় 'ক' দীর্ঘদিন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে সে জটিল রোগে আক্রান্ত। সে জ্বর, সর্দি, কাশি, বিরতিহীন ডায়ারিয়া ও ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগে ভুগছে। অর্থাৎ 'ক' এর মধ্যে উপরে বর্ণিত, এইডস রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে। তাই বলা যায়, 'ক' এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ঘ উদ্বৃত্তিকের এই সমস্যা অর্থাৎ এইডস রোগ প্রতিরোধযোগ্য।

এইডস একটি প্রাণঘাতী ব্যাধি। এ রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিরোধক না থাকায় এর পরিণতি হচ্ছে অকাল মৃত্যু। তবে কিছু পর্যবেক্ষণ, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এরোগ প্রতিরোধ করা যায়। এইডস প্রতিরোধের প্রধান উপায় হলো জনসচেতনতা সৃষ্টি।

একেতে সমাজকর্মীদের এইডস-এর কারণ ও ক্ষতিকর দিকগুলো জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। লিফলেট বিতরণ, পথসভা, ডকুমেন্টারি প্রত্নতির মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে সচেতন করতে পারেন। এর পাশাপাশি যৌন শিক্ষা বিস্তারের প্রতি জোর দেওয়া উচিত। কারণ যৌন সংগমের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি এইডস ছড়ায়। একেতে যৌন সংগমকালে কনডম ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বৃত্ত করা যেতে পারে।

আবার সমাজকর্মী সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করে এবং সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে অবৈধ সম্পর্কস্থাপন করা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেতন করতে পারেন। এছাড়া একজন সমাজকর্মী অনুসন্ধান কার্যক্রম ও তথ্য উদ্ঘাটনমূলক কৌশল প্রয়োগ করে এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারেন।

উদ্বীপকের ‘ক’ এর জ্বর, সন্দি, কাশি, বিরতিইন ডায়ারিয়া ও ওজন কমে যাওয়া প্রত্নতি রোগ দেখা দিয়েছে যা এইডস রোগের লক্ষণ। আর এইডস একটি মরণব্যাধি যার কোনো প্রতিকার নেই। তবে উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ২৫ আনিষ সাহেব ব্যবসায়িক কাজে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে মর্মাণ্ডিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। প্রচুর রক্তফরণের ফলে তিনি রাস্তায় পড়ে ছিলেন। একজন পথচারী দয়া প্ররূপ হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং নিজের রক্ত দিয়ে তার প্রাণ বাচান। সুন্দর হয়ে আনিষ সাহেব ঢাকা ফিরে আসেন। কিন্তু ইদানিং তার শরীরের ওজন কমতে শুরু করছে। প্রায়ই শুকনো কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি। তাছাড়া তার হাত পায়ে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। ফলে তিনি দিন দিন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। /বাস্তব মোহন কলেজ, মহমদাসিংহ/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. সামাজিক সমস্যা কী?

১

খ. অপৃচ্ছির একটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

২

গ. জনাব আনিষ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্বীপকে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সবগুলো কারণ ফুটে উঠেনি— তুমি কি বল্বের সাথে একমত? মুক্তিসহ মতামত দাও।

৩

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের স্বাভাবিক পতিধারায় বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান।

খ. অপৃচ্ছির একটি কারণ হলো স্বল্প মাথাপিছু আয়।

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম। বর্তমানে এদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার। অর্থে উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় এর ৭/৮ গুণ বেশি। এত স্বল্প পরিমাণ আয় ছাড়া দেশের জনগণ পর্যাপ্ত পুর্ণসম্মত খাবার গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে তারা অপৃচ্ছির শিকার হয়।

গ. কারণ ও লক্ষণ বিবেচনায় বলা যায়, আনিষ সাহেব মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি যা মূলত এইচআইভি ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। এটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস; যা মানবদেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। মূলত তিনটি উপায়ে মানুষের শরীরে এইডস রোগের জীবাণু প্রবেশ করে। যথা— ক. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অনি঱াপদ দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে, খ. ত্রুটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালনের ছাড়া, গ. ব্যবহৃত সিরিজ পুনরায় ব্যবহারের ফলে ইত্যাদি।

উদ্বীপকে দেখা যায়, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জীবন বিপর হলে একজন লোক রক্ত দিয়ে তার জীবন বাচান। সুন্দর হয়ে ঢাকা ফিরে আসার পর তার শরীরের ওজন হ্রাস করতে শুরু করে। শুকনো কাশি, হাত-পায়ে চর্মরোগজনিত সমস্যায়ও ভুগতে শুরু করেন তিনি। আর এগুলো সাধারণত এইডস রোগের লক্ষণ। ধারণা করা যায়, তাকে যেসব রক্ত প্রদানকারী ব্যক্তি হ্যাত এইডস আক্রান্ত ছিলেন। যে কারণে তার দেহের HIV জীবাণু আনিসুর রহমানের শরীরে প্রবেশ করেছে এবং এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সুতরাং অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আনিষ সাহেব এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ঘ. হ্যা, আমি মনে করি, এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব কারণ দায়ী তার মধ্যে মাত্র একটি কারণ উদ্বীপকে ফুটে উঠেছে।

উদ্বীপকে আনিষ সাহেবের শরীরে এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যদিও তার ক্ষেত্রে রক্ত প্রদান-প্রদান ছাড়া অন্য কোনো কারণের উপস্থিতি নেই। তাই তার শরীরে এইচআইভি ভাইরাস-সংক্রমণের কারণ হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালনকেই দায়ী করা যায়। তবে এইডস রোগের বিস্তারের পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন— এইডস আক্রান্ত কারণ সাথে অনি঱াপদ দৈহিক মিলনের ফলে এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। আবার এইডস আক্রান্ত কোনো মা গর্ভধারণ করলে গর্ভস্থ শিশুও এ রোগে আক্রান্ত হবে। এছাড়া একই সিরিজের সাহায্যে মাদক গ্রহণ করার সময় কেউ একজন এইচআইভি আক্রান্ত হলে অন্যরাও তা দ্বারা আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ব্রাড ট্রাঙ্গুলিশনের সময় অসতর্কতাজনিত কারণে এইডস রোগের জীবাণু রয়েছে, এমন কারণ শরীরে ব্যবহৃত সুচ অন্য কারণ শরীরে প্রবেশ করালে তিনিও আক্রান্ত হবেন। এছাড়া এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, মূত্র, চোখের পানি, পুঁথি এবং শরীরের মধ্যে এ জীবাণু অবস্থান করে। তবে এগুলোতে ভাইরাসের ঘনত্ব কম থাকায় এর মাধ্যমে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের একাধিক কারণ রয়েছে, যার একটি উদ্বীপকের আলোচনায় উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ২৬ গ্রামের দরিদ্র কৃষক জৰুরের তিন ছেলে। পৈতৃক সামাজিক জমিতে চাষাবাদ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। অভাব অন্টনের মধ্যেও অনেক আশা করে ছেট ছেলে রাজিবকে শিক্ষিত করেছেন। রাজিব অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। এতে তার মধ্যে হতাশা কাজ করলেও চেষ্টা চালাত্তে লক্ষ্য পৌছানোর।

/বাস্তব মোহন কলেজ, মহমদাসিংহ/ প্রশ্ন নং ৩/

ক. HIV কী?

১

খ. মাদকাস্তি বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্বীপকে রাজিবের অবস্থাটি কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত রাজিবের অবস্থার পরিবর্তনে যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. HIV হলো এইডস রোগের বাহক ভাইরাস।

খ. মাদকাস্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাস্তি একটি মনো-শায়াবিক ও দৈহিক সমস্যা। একেতে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

৫ উদ্দিপকে রাজিবের অবস্থা যে সামাজিক সমস্যার ইঙিত বহন করছে তা হলো বেকারত্ত।

সাধারণভাবে বেকারত্ত বলতে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উৎপাদনশীল কাজের সাথে মুক্ত না থাকে তবে তার ওই অবস্থাকে বেকারত্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের প্রক্ষিতে বেকারত্ত সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ। ফলে দেখা যায়, এ দেশে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির সাথে সাথে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

উদ্দিপকে দেখা যায়, গ্রামের কৃষক জীবাণুর তিন ছেলে। আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও অনেক আশা করে তিনি ছেট ছেলে রাজিবকে শিক্ষিত করেছেন। কিন্তু রাজিব অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন না। রাজিবের অবস্থা পাঠ্যবইয়ের বেকারত্ত ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ নিমিট্ট বয়স সীমা, কাজ করার ইচ্ছা, সামৰ্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজিব কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ রাজিব বেকার এবং তার এ অবস্থা হচ্ছে বেকারত্ত।

৬ উদ্দিপকে বর্ণিত বেকার রাজিবের অবস্থার পরিবর্তনে যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

দেশের প্রকৃত বেকারত্তের সংখ্যা নির্ধারণ, তাদের বয়স, বেকারত্তের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা অনুযায়ী বেকারত্তের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারিভাবে বেকারদের সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই বেকারত্ত বৃদ্ধি পায়। এজন্য সমাজের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তার সুন্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যার ফলে সমাজ থেকে বেকারত্তের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

আবার, বেকারত্ত নিরসনের ক্ষেত্রে আয় উপার্জনমূলক কাজের জন্য ঝণের ব্যবস্থা করা উচিত। ফলে বেকাররা পুর্জির সুস্থিতা কাটিয়ে এবং চাকরির পেছনে না ছুটে আস্তকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া বেকারত্ত সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হলো দৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কর্মের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই বেকারত্ত সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্তের জন্য অনেকটা দায়ী। অস্থিতিশীল রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, মেধার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণেও বেকারত্ত বৃদ্ধি পায়। একেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ প্রদান করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারলে রাজিবের মতো বেকারদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে।

৭ ▶ ২৭ নং নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং প্রস্তুত উত্তর দাও :



প্রশ্ন মাধ্যমে বকলজ রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৩০।

বন্যার বিয়ের একটি প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করা হলো। এ ধরনের প্রতীকী চিত্র ও বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে 'সমাজদর্পণ' বেসরকারি সংস্থা মানুষকে সচেতন করে তোলে।

ক. যৌতুক কী?

থ. যৌতুকের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের ছবিটিতে সমাজজীবনে বন্যার দিকে পাল্লা ভারীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত প্রভাব উক্তরণে বেসরকারি সংস্থা 'সমাজদর্পণের'-

৮

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক হলো বৃচ্ছাইন, সামাজিক অনাচার।

খ যৌতুকের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যের কারণে বিয়ের উপযোগী অনেক ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না। তাছাড়া তারা মনে করে, অনিশ্চিত বেকার জীবনে অন্য কারো সহায়তা ছাড়া তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। ফলে তারা আর্থিকভাবে সচল হওয়ার জন্য এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যৌতুক দাবি করে।

গ উপরের ছবিটিতে দেখা যায়, উপচৌকনের চেয়ে বন্যার ওজন বেশি। একেকে বন্যার ওজনের সমপরিমাণ দাবি মোতাবেক যৌতুক প্রদান করা হলেই তার বিয়ে সুসম্পর্ণ হবে। সমাজজীবনে যৌতুক বাপক নেতৃবাচক প্রভাব ফেলে।

যৌতুকের দাবি এবং এ সংগ্রহ কারণে প্রায়ই নারীরা তাদের খশুরবাড়িতে নির্ধারিত শিকার হয়। ফলে দাস্ত্য কলহ, পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনাগুলো অহরহ ঘটছে। পাশাপাশি যৌতুকের দাবির ফলে খশুরগৃহে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, নির্ধারিত, পাশবিক অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, এসিড নিক্ষেপ ও আস্তহত্যার ঘটনা ঘটছে।

যেসব শিশু যৌতুকের কারণে পিতামাতার ঝণ্ডাবিবাদ, মায়ের প্রতি শারীরিক নির্ধারিত ইত্যাদি সচক্ষে দেখে সেসব শিশু আচরণগত সমস্যায় ভোগে। এদের আবেগীয় এবং শারীরিক বিকাশ সুসম্পর্ণ হয় না। ফলে মাদকাসন্তি, অপরাধপ্রণতাসহ নানা ধরনের নেতৃবাচক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

ঘ উদ্দিপকের বেসরকারি সংস্থা 'সমাজদর্পণের' পদক্ষেপ যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

যৌতুক প্রথা দূর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন এ প্রথার কারণ উদঘাটন, এর প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয়। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম পরিবেশ পরিচালনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। সংগৃহীত তথ্যগুলো জনগণের সম্মুখে পেশ করে এ প্রথার নেতৃবাচক দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা দূর করতে জনগণকে উন্মুক্ত করতে পারেন।

এদেশের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে পুরুষশাসিত এ সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য অর্থনৈতিকভাবে নারীকে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত জন্য নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার, এনজিও ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করতে পারেন।

দেশে প্রচলিত যৌতুক নিরোধ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ সর্বত্ত্বের জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। প্রয়োজনে এ আইনের ধারাগুলোকে সংশোধন করে আরও কঠোর বিধান গ্রণ্যনে আইন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারেন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দূর করা যাবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দিপকের বেসরকারি সংস্থা সমাজদর্পন যৌতুক সমস্যা সমাধানে উপরোক্ষিতভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মন্তু মিয়া একজন রিকশা চালক। ঘোড়ুকের লোডে সে ১৩ বছর বয়সী জরিনা বেগমকে বিয়ে করে। বিয়ের ২ বছরের মাথায় তাদের একটি কন্যা সন্তান এর জন্ম হয়। এর পর একটি পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পর পর ৪টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ফলে মন্তু মিয়ার সৎসারে নিত্য ঝামেলা লেগেই আছে।

||দিলাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ|| প্রশ্ন নং ১০/

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. অপৃষ্টি কী? | ১ |
| খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বুঝ? | ২ |
| গ. উদ্বীপকে বাংলাদেশের কোন কোন সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত সমস্যা সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অপৃষ্টি বলতে খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিকে বোঝায়।

খ. বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। একেতে বয়স হলো বিয়ের মাপকাঠি।

বাংলাদেশ শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু হিসেবে গণ্য হবে। তাই আইনগত দিক থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পর্ক হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। এছাড়া আমাদের দেশে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রীর বয়স এর কম হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে এবং অভিভাবকের সম্মতিতে পাত্র-পাত্রীর বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের কম হলেও বিবাহ হতে পারবে।

গ. উদ্বীপকে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, ঘোড়ুক ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি অন্যতম কারণ। এ সামাজিক ব্যাধির নেতৃত্বাচক প্রভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অন্ন বয়সে বিয়ে করার ফলে মা ও শিশু জন্ম জাতিলতা ও পুরুষান্তর ভোগে। যা দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে ঘোড়ুক একটি অন্যতম সামাজিক ক্র-প্রক্রা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ থেকে অনেকটা জোর করে পাত্রীপক্ষের কাছে ঘোড়ুক দাবি করা হয়। এটা অনেকটা হাটে-বাজারে পণ্য কেনা-বেচার মতো। এর প্রধান শিকার আমাদের দেশের নারীরা। ঘোড়ুকের দাবি মেটাতে অনেক মেয়ের বাবা সর্বশান্ত হয়ে গেছে। উদ্বীপকেও দেখা যায় মিন্টু একজন রিকশাচালক সে ঘোড়ুকের লোডে ১৩ বছর বয়সী জরিনাকে বিয়ে করে। বছর না পূর্তে পুত্র সন্তানের আশায় ৪টি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উদ্বীপকে এ তথ্যের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা, ঘোড়ুক ও বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক সমস্যাকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা সমূহ হলো, ঘোড়ুক, বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যা, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। ঘোড়ুক, বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ ও ঘোড়ুকের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেক পরিবারে কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করে অন্ন বয়সে ঘোড়ুক দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়। পরিবারে সদস্যরা মনে করে বেশি

বয়সে বিয়ে দিলে ঘোড়ুকের পরিমাণও বেড়ে যাবে। এভাবে ঘোড়ুকের কারণে বাল্যবিবাহ হয়। আবার বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ ফসল হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বাল্যবিবাহের ফলে একটি পরিবার অনেক দিন ধরে সন্তান উৎপাদন করে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে নিরক্ষরতা বৃদ্ধিপায়। নিরক্ষরতা অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। নিরক্ষর মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। আর এ অজ্ঞতার কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাল্যবিবাহ ও ঘোড়ুক নামক সামাজিক সমস্যা সংঘটিত হয়।

উদ্বীপকেও দেখা যায়, মন্তু মিয়া একজন রিকশা চালক সে ঘোড়ুকের লোডে ১৩ বছর বয়সী জরিনাকে বিয়ে করে। বছর না পূর্তেই পুত্র সন্তানের আশায় ৪টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এভাবে সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, ঘোড়ুক ও জনসংখ্যা সমস্যা একে অপরের জন্য দায়ী।

পরিশেবে বলা যায়, উদ্বীপকে নির্দেশিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ, ঘোড়ুক সমস্যা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রন্টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে একটি বিষয়ে এম.এ পাশ করেছে। বর্তমানে কয়েক বছর যাৰৎ ঢাকায় একটি মেসে অবস্থান করে ঢাকিৰি খুঁজছে। দেশের প্রচলিত বেতন কাঠামোতে যে কোনো ঢাকুৱি সে করতে আগ্রহী। কিন্তু কোনো ঢাকুৱি পাচ্ছে না।

||দিলাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ|| প্রশ্ন নং ৩/

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখো। | ১ |
| খ. অটিজম বলতে কী বুঝ? | ২ |
| গ. উদ্বীপকে রন্টির অবস্থা বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত সমস্যা সৃষ্টির পিছনের কারণ গুলো বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ হলো— Acquired Immune deficiency Syndrome।

খ. অটিজম হলো শারীরিক বিকাশে অপূর্ণতার একটি ধরন।

শিশুর জন্মের পর তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধিত হলেও কিছু কিছু শিশুর আচরণ স্বাভাবিক থাকে না। তারা সাধারণত একা থাকতে পছন্দ করে। চিকিৎসা বা কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তারা সহ্য করতে পারে না। অনেকের আবার শ্রবণগত, দৃষ্টিগত সমস্যা দেখা দেয়। এসব শ্রবণগত, দৃষ্টিগত, মানসিক ইত্যাদি সমস্যাকে অটিজম বলা হয়।

গ. উদ্বীপকের রন্টির বিষয়টি বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রতিচ্ছবি।

যখন কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পান না তখন সেই অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো বেকারত্ব। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, রন্টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেছে অর্থাৎ সে যোগ্যতাসম্পন্ন ও সামার্থ্যবান। তবে প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি ঢাকুৱি পাননি। তার এই অবস্থা বেকারত্বের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রন্টির অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

ঘ. উক্ত সমস্যা অর্থাৎ বেকারত্বের পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে।

বেকারত্ব একটি সামাজিক সমস্যা। বেকারত্বের পেছনে একক কোন কারণ দায়ী নয়। বেকারত্বের জন্য অধিনেতৃত্ব কারণ যতটা দায়ী তেমনি কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতাও অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া এর পেছনে সামাজিক, অধিনেতৃত্ব, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয় জড়িত। তবে

বেকারত্তের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে অধিক জনসংখ্যাকে দায়ী করা যায়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সে তুলনায় কাজের সুযোগ বাড়ছে না। ২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লাখ; জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. তে ১০৭৭ জন। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্তের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উচ্চ শিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে বেকারত্তকে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকে রন্টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছে। বর্তমানে সে বেকার অবস্থায় চাকরি খুঁজছে। কিন্তু প্রচলিত বেতনে কোনো চাকরি পাচ্ছে না। উদ্দীপকের রন্টির চাকরি না পাওয়ার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত কারণগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

সুতরাং, বলা যায়, বেকারত্তের পেছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৩০ গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দিনের চার ছেলে। পৈতৃক সামাজিক জমিতে তিনি ছেলেসহ চাষ-বাস করে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাচন করে। আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও অনেক আশা করে ছেটি ছেলে কাসেমকে শিক্ষিত করেছেন। কাসেম অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এতে তার মধ্যে হতাশা কাজ করলেও চেষ্টা চালাচ্ছে লক্ষ্য পৌছানোর।

/চিন্দপুর সরকারি কলেজ/ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. 'Problem' শব্দটি কোন শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত? ১
- খ. জনসংখ্যাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কাসেমের অবস্থাটি কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করছে? – ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাসেমের অবস্থার পরিবর্তনের যে সব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Problem' শব্দটি গ্রিক Problema থেকে আগত।

খ জনসংখ্যাস্ফীতি বলতে কোনো দেশের প্রাণ সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়াকে বোঝায়।

এ অধিক জনসংখ্যার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সাধারণভাবে দেশের উৎপাদিত এবং অর্জিত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার হার বেশি হলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলে।

গ উদ্দীপকে কাসেমের অবস্থা যে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করছে তা হলো বেকারত্ত।

সাধারণভাবে বেকারত্ত বলতে মানুষের কমইন্তাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত না থাকে তবে তার ওই অবস্থাকে বেকারত্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেকারত্ত সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ। ফলে দেখা যায় এ দেশে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির সাথে সাথে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দিনের চার ছেলে। আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও অনেক আশা করে তিনি ছেটি ছেলে কাসেমকে শিক্ষিত করেছেন। কিন্তু কাসেম অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। কাসেমের অবস্থা পাঠ্যবইয়ের বেকারত্ত ধারণার সাথে সদৃশ্যপূর্ণ। কারণ নির্দিষ্ট বয়স সীমা, কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাসেম কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ কাসেম বেকার এবং তার এ অবস্থা হচ্ছে বেকারত্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কাসেমের অবস্থাটি হলো বেকারত্ত এবং কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। এ দেশের অন্যতম সমস্যা হলো বেকারত্ত। এ সমস্যা দূরীকরণে দেশের প্রকৃত বেকারত্তের সংখ্যা নির্ধারণ, তাদের বয়স, বেকারত্তের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা অনুযায়ী বেকারত্তের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারিভাবে বেকারদের সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই বেকারত্ত বৃদ্ধি পায়। এজন্য সমাজের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তার সুন্দর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আজ্ঞানির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আবার বেকারত্ত নিরসনের ক্ষেত্রে আয় উপার্জনমূলক কাজের জন্য ঝগের ব্যবস্থা করা উচিত। ফলে বেকাররা পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে এবং চাকরির পেছনে না ছেটে আজ্ঞাকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া বেকারত্ত সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হলো দুর্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কর্মের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্তের জন্য অনেকটা দায়ী। অস্থিতিশীল রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, মেধার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণেও বেকারত্ত বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ প্রদান করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারলে কাসেমের মতো বেকারদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ নগদ দুই লাখ টাকা ও দুই ভরি বর্গের বিনিয়ো আয়েশাৰ সাথে এৱশাদেৱ বিয়ে হয়। বিয়েৰ কিছুদিন পৰ শুশুৰ বাড়িৰ লোকজন আৱো একলাখ টাকা আয়েশাৰ বাবাৰ বাড়ি থেকে আনাৰ জন্য তাকে চাপ দেয়। আয়েশা অৰীকৃতি জানালে তাৰ উপৰ শাৰীৰিক ও মানসিক নিৰ্যাতন চালায়।

/চিন্দপুর সরকারি কলেজ/ প্রশ্ন নং ১২/

- ক. ধর্ম কী? ১
- খ. মাদকাসন্তি কী? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে, ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে সমাজকৰ্মীৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা যা অদৃশ্য মহাশক্তিৰ প্রতি বিশ্বাস ও তাৰ সন্তুষ্টিৰ লক্ষ্যে পালিত বিভিন্ন আচাৰ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্ৰ কৰে গড়ে উঠিছে।

খ মাদকাসন্তি বলতে মাদকেৰ প্রতি প্ৰবল আকৰ্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শাৰীৰিক ও মানসিকভাবে বিপৰ্যস্ত কৰে তোলে।

মাদকাসন্তি একটি মনো-ম্লায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বাবাৰ মাদকমুদ্রা গ্রহণ কৰে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যেৰ ওপৰ অতিৰিক্ত নিৰ্জনশীলতাৰ কাৰণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিৱুত থাকতে পাৰে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা ঘোৰুককে ইঙ্গিত কৰে।

ঘোৰুক বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। সাধারণ কথায় বলা যায়, বিবাহবন্ধনে আবস্থ হওয়াৰ সময় কন্যাপক্ষ বৱপক্ষকে বা বৱপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে যে উপটোকন দিয়ে থাকে তাকে ঘোৰুক বলে। আৰ এই প্ৰথা সামাজিক ৱেওয়াজে পৱিগত হলে তাকে ঘোৰুক প্ৰথা বলা হয়। উল্লেখ্য, এখনে উপটোকন বলতে বাড়িধৰ, জায়গা-জমি, নগদ অৰ্থ বা ঘেৰোনো প্ৰকাৰ আৰ্থিক সুবিধা ইত্যাদি বোৰানো হয়েছে। ঘোৰুকেৰ দাবি-দাওয়া পূৰণ না হলে অনেক সময় নাবী নিৰ্যাতনেৰ ঘটনাও ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নগদ দুই লাখ টাকা ও দুই ভরি ষষ্ঠের বিনিময়ে আয়েশার সাথে এরশাদে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর দেখা যায় আয়েশার খশুর বাড়ির লোকজন আরো এক লাখ টাকা আনার জন্য আয়েশাকে চাপ দেয়। উদ্দীপকের এ ঘটনাটি উপরে বর্ণিত ঘোতুকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা ঘোতুক সমস্যাকে নির্দেশ করছে।

ধ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা তথা ঘোতুক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মধ্যে ঘোতুক অন্যতম। ঘোতুকের ফলে সমাজে নানা ধরনের অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। উদ্দীপকে দেখা যায়, ঘোতুকের চাহিদা পূরণ না হওয়ার আয়েশার ওপর তার খশুর বাড়ির লোকজন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো অজ্ঞতা এবং অহেতুক ভয়ভীতি। এক্ষেত্রে সমস্যাগত (ঘোতুকের শিকার) ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানে একজন পেশাগত সমাজকর্মী যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ঘোতুকের কারণে কোনো মেয়ে যদি হয়েরানি বা নির্যাতনের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাকে আইনগত সহায়তা পেতে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি ঘোতুক নির্বাচন আইনের আওতায় নিয়ে সাহায্যার্থীকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। আবার ঘোতুকবিরোধী প্রচার অভিযানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, বেমন—সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে ঘোতুকের ক্ষতিকর দিক এবং শাস্তির বিধানগুলো তুলে ধরে ঘোতুকবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে পারেন। সমাজকর্মী তার কার্যক্ষেত্রে সমাজকর্মীর বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে নিজে উদ্যোগী হয়ে সাহায্যার্থীর সমস্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। ঘোতুকবিরোধী আন্দোলনে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বৃদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজকে কাজে লাগাতে পারেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

গু **৩২** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পারস্পরিক মৌখিক ও
অ-মৌখিক ঝোগাবোগ



সমবয়লী বল্ব বা কাজে সাথে
সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা

- পুনরাবৃত্তিমূলক বা একই কাজ বারবার
করার অচেতন সমস্যা
- /ক্ষেত্রেক আবস্তুল মাজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১/
- ক. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কী? ১
 - খ. বৈশিষ্ট্য উৎসাহ বলতে কী বোঝায়? ২
 - গ. উদ্দীপকটিতে ‘?’ চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে
ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
 - ঘ. - উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মীর কী
ভূমিকা ধাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের নেতৃত্বাচক কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশেষভাবে
নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বাড়ার
প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

১ বৈশিষ্ট্য উৎসাহ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি
পাওয়াকে বোঝায়।

বৈশিষ্ট্য উৎসাহনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
কেননা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন তাপবৃদ্ধিকারী গ্যাস (কার্বন ডাইঅক্সাইড,
ক্লোরোফ্রেনোর কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) সূর্যরশ্মির
তাপকে আটকে উক্ততাকে বাড়িয়ে তুলছে। বৈশিষ্ট্য উৎসাহন আবহাওয়ার
ধরন এবং বাতুবৈচিত্র্যের ওপর নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

২ সূজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর ‘গ’ এর উত্তর দেখো।

৩ সূজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর ‘ঘ’ এর উত্তর দেখো।

প্র **৩৩** আরিফুল ইসলাম সমাজকর্মে লেখাপড়া শেষ করে এখন
চাকরি করেন। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে উপকূশীয় এলাকায়
কাজ করার জন্য নিয়োগ করে। এই এলাকার মানুষ বিভিন্ন দুর্ঘটনে
সর্বাঙ্গ হয়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং বন্তি এলাকায় নোংরা পরিবেশে
বাস করছে। আরিফুল ইসলাম এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

/ক্ষেত্রেক আবস্তুল মাজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৪/

ক. কাম্য জনসংখ্যা কাকে বলে?

খ. যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব বেকারত্বের অন্যতম কারণ—
ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল এলাকায় কীসের
প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এলাকার সমস্যা সমাধানে আরিফুল ইসলামের
পেশাগত ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১ যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সে
প্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়, তখন তাকে কাম্য
জনসংখ্যা বলে।

২ বাংলাদেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা যুগোপযোগী নয়,
যা বেকারত্বের অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুঁথিগত। হাতে-কলমে তেমন
কোনো শিক্ষা নেই। যার কারণে এ শিক্ষা হারা লিখতে পড়তে জানা
ছাড়া তেমন কোনো উৎপাদনমূখী কাজে আসে না। এর ফলে হাজারো
শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে প্রতিনিয়ত বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলেছে।

৩ উদ্দীপকে আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল এলাকায় জলবায়ু
পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামগ্রিককালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক
দুর্ঘটনের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস,
নদীভাঙ্গন, ভূমিধস ইত্যাদি কারণে লাখ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ও সহায়
সম্বল হারিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক
সোসাইটির মতে, বৈশিষ্ট্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনের
ক্ষেত্রে পড়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় এক থেকে দেড় কোটি মানুষ বড়
বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরে এসে এরা সাধারণত বন্তি
এলাকায় বা ফুটপাতে অথবা রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল বা লম্প
টার্মিনালে ভাসমান অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।
উদ্দীপকের আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল উপকূশীয় এলাকার জনগণও
বিভিন্ন দুর্ঘটনে সর্বাঙ্গ হয়ে শহরের বন্তি এলাকায় পাড়ি জমাচ্ছে, যা
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনকে নির্দেশ করে।

সূতরাং বলা যায়, আরিফুল ইসলামের কর্মস্থলে জলবায়ু পরিবর্তনের
প্রভাব লক্ষণীয়।

৫ উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী হিসেবে আরিফুল ইসলামের পেশাগত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী তিনি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন— ১. দুর্ঘটনা পূর্ববর্তী সময়ে; ২. দুর্ঘটনার সময়ে এবং ৩. দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে।

দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেতে সমাজকর্মীগণ সচেতনতা ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি জনগণকে দুর্ঘটনার পূর্বলক্ষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ, শুকনা খাবার ও পানীয় জল সংরক্ষণ, সম্পদ ও গৃহাদিপশু সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারেন। এছাড়া দুর্ঘটনার সময়ে তাণ বিতরণ ও আহত লোকদের উচ্চার করে চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে তার আলোকে পুনর্বাসন ও সক্ষমতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মীর পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে দুর্ঘটনার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেন। এসব কাজে সমাজকর্মীগণ স্থানীয় বেচাসেবী সংস্থা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমরয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি ছাস এবং দুর্ঘটনার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আরিফুল ইসলামের মতো সমাজকর্মীদের পেশাগত ভূমিকা প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ৩৪ ৪০তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন প্রক্রিয়ার আগেই চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

সূত্র প্রথম আলো।
ক. Kline শব্দের অর্থ কী? ১
খ. সামাজিক আইন ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটি কী? বাংলাদেশে বর্তমানে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সমস্যাটি সমাধানে সন্তান্য উপযোগী পদক্ষেপ ও তোমার সুপারিশসমূহ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Kline শব্দের অর্থ Bed বা শয়া।

খ. সামাজিক আইন বলতে সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে চিকিৎসা রাখার জন্য প্রণীত আইনকে বোঝায়।

তবে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রণীত যেসব আইন সমাজে বিদ্যমান অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সৃষ্টি ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সেগুলোই সামাজিক আইন হিসেবে পরিচিত। এ আইনগুলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ করে বলে তা সমাজকল্যাণ আইন হিসেবেও পরিচিত হয়। সমাজের দুর্বল, অসহায় ও অনশ্রসর জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বেশির ভাগ সামাজিক আইন প্রণীত হয়, যেমন— যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০; শিশু আইন-১৯৭৪ ইত্যাদি।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি বেকার সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও শোগ্যতা থাকা সম্মত কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুরূপ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে, দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার ফলে বেকারত্ব দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূলধনের অভাব এবং ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের অনেকে ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সম্মত না তিনি চাকরি পাননি। এমনকি মূলধনের সংকট থাকায় তিনি বাধীনভাবে ব্যবসাও শুরু করতে পারেন না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্ষিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সৃষ্টি পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের মতো অসংখ্য ডরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও চাকরি পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ব্রেচাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য অপের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুরুষ ব্রহ্মতা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ ক্ষেত্রে ভাবা), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রভৃতি বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ডুল ধারণা ভেঙে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্বের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ৩৫ মনিরা জন্মের পর পরই স্বাভাবিক প্রজন্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেভাবে ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেভাবে না বাড়ায় বাবা মা চিন্তিত। বিষয়টি নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে ডাক্তার খাদ্য ঘাটতিজ্ঞত কারণকে দায়ী করে বাড়ি খাবারের পরামর্শ দেন।
বাংলাদেশ পৌরাণিক কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৩।

- ক. বাল্যবিবাহ কী? ১
খ. সামাজিক সমস্যার “পরিমাপযোগ্যতা” বৈশিষ্ট্যটি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শিশু মনিরার ক্ষেত্রে কোন সামাজিক সমস্যার অন্তিম বিদ্যমান রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রাণ বয়স্ক হওয়ার আগেই যদি একজন ছেলে ও মেয়ের বিবাহ সম্পর্ক হয় তাহলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

খ. পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

১। উদ্দীপকের শিশু মনিরার ক্ষেত্রে অপৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো অপৃষ্টি। অপৃষ্টি বলতে কাজ করার সামর্থ্যের ব্যাঘাত, শারীরিকভাবে গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং দেহের প্রয়োজনীয় পৃষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিলজনিত সমস্যাকে বোঝায়। অপৃষ্টির কারণে শিশুর জন্মের পর তার শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে বয়স অনুযায়ী শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায় না। কর্মক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে শিশুসহ প্রাণব্যরূপদের বিভিন্ন রোগ যেমন রাতকানা, রক্তশূণ্যতা, স্কার্টি, রিকেটস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরা স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বয়স বাড়ার সাথে যেভাবে ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বিষয়টি নিয়ে তার বাবা-মা ভাঙ্গারের পরামর্শ চাইলে তিনি খাদ্য ঘাটতিজনিত কারণকে দায়ী করে বাড়তি খাবারের পরামর্শ দেন। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় পৃষ্টিকর খাবারের অভাবে মনিরার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় ওজন আশানুরূপভাবে বাড়েনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মনিরার ক্ষেত্রে অপৃষ্টি সমস্যা বিদ্যমান।

২। উক্ত সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ অপৃষ্টি মোকাবিলায় পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অপৃষ্টি বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর প্রভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশুর ওজনহীনতা, কর্মক্ষমতা হ্রাস ও বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। উদ্দীপকেও এই সমস্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মনিরা স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বয়স অনুযায়ী তার ওজন বাড়েনি। ভাঙ্গারের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বাড়তি খাবারের পরামর্শ দেন। এতে বোঝা যায় মনিরা অপৃষ্টিতে আক্রান্ত। আর এ সমস্যা দূরীকরণে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। পৃষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব অপৃষ্টি সমস্যার জন্য বহুলাঙ্গণে দায়ী। পরিবার তার সদস্যদের এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অপৃষ্টি সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পৃষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিক্ষার মাধ্যমে পৃষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের অঞ্জতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে পরিবার অপৃষ্টি দূর করতে পারে। সেই সাথে বাসস্থান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরিবার অপৃষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অপৃষ্টি সমস্যা দূরীকরণে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩। বর্তমান বিশে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখতে এমন একটি সমস্যা যার উৎপত্তি ঘটে ১৯৪০ সালে আফ্রিকাতে। বাংলাদেশ এর সংক্রমণের এক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। যার ফল “বাঁচতে হলে জানতে হবে” এমন শ্ল�গানে, শ্লোগানে মানুষকে জানান দিছে এমন ভয়ঙ্কর সমস্যার বিষয়ে সকলেই যেন অনেক বেশি সচেতন থাকে।

/বাংলাদেশ পৌরাণিক কলেজ, চট্টগ্রাম/ পৃষ্ঠা ১১/৪/

- ক. যৌতুক কাকে বলে? ১
- খ. সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে সমাজজীবনে কেন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২
- গ. উদ্দীপকে কেন সমস্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যার প্রভাব বর্ণনা করো। ৪

ক. বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপচৌকন দেয় তাকে যৌতুক বলে।

খ. বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। আমাদের সমাজে বয়োঃসন্ধিকালীন (১৩-১৯ বছর) সময়ে যেয়েরা সামাজিকভাবে ইভিজিং, উত্ত্বকরণসহ নানারকম সমস্যার পড়ে। এতে বাবা-মা এধরনের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অর্থ বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। এভাবে যেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাল্যবিবাহ দিন দিন বাড়ছে।

গ। উদ্দীপকে এইভসকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এইভস হলো একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। ১৯৪০ সালের দিকে আফ্রিকায় সর্বপ্রথম এই রোগের উত্তর ঘটে। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিরোধক তার নাম হচ্ছে এইভস যা ঘাতক ব্যাধি হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও এ রোগের ঝুঁকিতে আছে। এই রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিরোধ নেই। তাই এটি প্রতিরোধে প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা ও সার্বিক সহযোগিতামূলক মনোভাব। উদ্দীপকেও এই সমস্যা সম্পর্কেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বর্তমানে একটি সমস্যা মানবজাতির সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিরোধক হয়ে দেখা দিয়েছে যা ১৯৪০ সালের দিকে আফ্রিকায় উত্তর হয়েছিল। বাংলাদেশও এর সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এজন্য বাঁচতে হলে জানতে হবে” এই শ্লোগানের মাধ্যমে মানুষকে এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। উদ্দীপকের এই সমস্যাটি উপরে বর্ণিত এইভসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে এইভসকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যা অর্থাৎ এইভস ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে।

এইভস একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিরোধক নেই। এ জন্য এই রোগের পরিগতি হলো অকাল মৃত্যু। এই রোগটি বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে হুমকিপূর্প। বাংলাদেশ ও এর ঝুঁকিতে রয়েছে। উদ্দীপকেও এ রোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি সমস্যাকে সমগ্র মানবজাতির জীবন সভ্যতা ও উন্নয়নের হুমকি ও প্রতিরোধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা এইভসকে নির্দেশ করছে। বাংলাদেশ এইভসের ঝুঁকিতে থাকায় এদেশের-আর্থ-সামাজিক জীবনে এই সমস্যাটি নেতৃত্বাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কেননা, এইভস একটি মরণব্যাধি। এটি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এইভস আক্রান্ত ব্যক্তিকে পাড়া-প্রতিবেশী-আর্মী-জৱন সবাই এড়িয়ে চলে। তার পরিবারকে সমাজে হেয় হতে হয়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পরিবারকে প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় বলে পরিবার আর্থিক অনটনে পড়ে। আবার এইভস আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সে কোনো রকম আয়-উপার্জন করতে পারে না। এজন্য সে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতৃত্বাচক প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে এইভস যেকোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে। একইভাবে বাংলাদেশেও এইভস এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা এইভস এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে।

প্রশ্ন ► ৩৬ আকিক ছেলেটি স্কুলে পড়ে। তার বয়স আনুমানিক ১৩ বছর। তার ভাভাৰ চৱিতি এমন যে, সে তার সহপাঠীদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে না। কারও সাথে মেশে না, চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে শুধু মাথা নাড়ায়। অর্থাৎ আকিক অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে অক্ষম। সর্বাধিক ক্ষেত্রে সে আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজের অন্যান্যদের সাথেও স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে সে অক্ষম।

/সমস্যাহন কলেজ, সিলেট/ গ্রন্থ নং ৪/

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? | ১ |
| খ. বেকারত্তি বলতে কি বোঝা? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আকিকের সমস্যাটি কি ধরনের? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির প্রভাব বর্তমানে বাংলাদেশে কিরূপ? বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus.

খ বেকারত্তি বলতে কর্ম সক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বোঝায়।

অর্থনীতির ভাষায় বেকারত্তি হলো সেই পরিস্থিতি যাতে কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্ম ইচ্ছুক হয়েও নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। অধ্যাপক পিণ্ড বেকারত্তের সাথে ব্যক্তির যোগ্যতার পাশাপাশি মজুরির বিষয়টি উল্লেখ করে। যখন কর্মক্ষম জনগণ তাদের যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়, অথচ কাজ পায় না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আকিকের সমস্যাটি হলো অটিজম।

অটিজম শিশুর এমন অবস্থা যা তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে। এর ফলে সে পরিবার ও সমাজে অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অটিজম মন্তিক্ষের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা সাধারণত একটি শিশুর জন্মের ২ বছরের মধ্যে দেখা দেয়। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে পারে না। এ রোগকে অনেক ক্ষেত্রে Neurological Disorder ও বলা হয়। বর্তমানে এটি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আকিকের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের আকিকের বয়স ১৩ বছর। সে স্কুলে পড়ে। সে তার সহপাঠীদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে না। কারও সাথে মেশেনা, চুপচাপ থাকে শুধু মাথা নাড়ায় ও অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে অক্ষম। উদ্দীপকে এসব তথ্য দ্বারা বোঝা যায় আকিক মন্তিক্ষ বিকাশ জনিত সমস্যা অটিজমে আক্রান্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি অর্থাৎ, অটিজম সমস্যা বাংলাদেশের ব্যক্তি থেকে রাস্তায় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশসহ বিশ্বে অটিজমে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি ৮৮ জন শিশুর মধ্যে ১ জন এ রোগে আক্রান্ত। দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় ৩৮ জন শিশুর মধ্যে একজন ASD তে আক্রান্ত। বাংলাদেশে আনুমানিক ১৪ মিলিয়ন ASD সংশ্লিষ্ট শিশু রয়েছে। সমাজে সেব অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি আছে তারা ব্যক্তি, পরিবার ও রাস্তায় পর্যায়ে নেতৃত্বাত্মক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সমাজিকস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অনেক বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কিতভাবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়নমূলক ভূমিকা রাখতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ ছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে অটিজমের নেতৃত্বাত্মক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় একজন স্বাভাবিক মানুষের সাথে জীবনে ব্যয় হয় ২.৪ মিলিয়ন US ডলার। অপরদিকে অটিস্টিক শিশুদের জন্য খরচ হয়

১.৩৭ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে এ বিষয়টি এভাবে পরিমাপ করা না গেলেও যাদের পরিবার এরকম ব্যক্তি বা শিশু আছেন শুধু তারাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।

সামাজিকভাবে অটিজমের একটি নেতৃত্বাত্মক পড়ে। বিশেষ করে যখন কোনো বাবা মা সন্তানের অটিজম বিষয়টি জানতে পারে তখন ঐ শিশুর প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। অনেক সময় সামাজিক অনুস্থান থেকেও তাদের দূরে রাখা হয়। সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে অনেকে অটিস্টিক শিশুকে সবার সাথে আলতে চায় না। পারিবারিক পরিবেশেও অটিজমের প্রভাব অনেক। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে মায়ের ওপর। তিনি শত বাধা সঙ্গেও তার সন্তানকে পরিবারে আগলে রাখতে চান।

উদ্দীপকের দেখা যায় আকিক ১৩ বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে কিন্তু সহপাঠীদের সাথে অর্থপূর্ণ আচরণ সে করতে পারে না। সবসময় চুপচাপ ও শুধু মাথা নাড়ায়। সর্বাধিক ক্ষেত্রে সে আত্মকেন্দ্রিক স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম। তার এ সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে সে অটিজমে আক্রান্ত। যার প্রভাব গোটা বিশ্বে বিরাজমান।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে অটিজমের নেতৃত্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে।

প্রশ্ন ► ৩৮ জনাব কবির একটি পরিবারের কর্তা। তার ছেলে দুইজন এবং মেয়ে ছয়জন। ছেলেমেয়েসহ মোট ১১ জন সদস্যের পরিবারের কর্তা হওয়ার চাপ খুব স্বাভাবিক না। তার উপর আবার পরিবারের আয় উপর্যুক্ত কম। পরিবারিটিতে দরিদ্রতা লেগেই থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দিনান্তিপাত করছেন জনাব কবির। /সমস্যাহন কলেজ, সিলেট/ গ্রন্থ নং ৩/

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. সামাজিক সমস্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো? | ১ |
| খ. দরিদ্রতা বলতে কী বোঝা? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাটি থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব? বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক সমস্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Social Problem।

খ দরিদ্রতা হলো সামাজিক মর্যাদার অর্থনৈতিক মাপকাঠি।

দরিদ্রতা একটি আপেক্ষিক অবস্থা, যা নিদিষ্ট সময়ে একটি সমাজের জীবনমান এবং সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ দরিদ্রতা নেতৃত্বাত্মক অর্থনৈতিক অবস্থা, অভাব, অন্টন, অসচ্ছলতা, অক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতাকেই নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা সমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক নেতৃত্বাত্মক প্রভাব পড়েছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রান হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে (দারিদ্র্য, বেকারত্তি, অপরাধ প্রবণতা, অপুষ্টি) সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা।

জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন কারণ পরিলক্ষিত হয়। এর প্রভাবক কারণ হলো উচ্চ জন্মহার। ২০১৩ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে ৩০ জন। এ উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এছাড়া তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার বাংলাদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে ও সচেতনতার কারণে স্থূল মৃত্যুহার দাঢ়িয়েছে ৫.২

জন। সেই সাথে অধিক শিশু মৃত্যুহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা পরোক্ষ কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের কবিরের পরিবারে দুই ছেলে ও ছয় জন মেয়েসহ মোট ১১ জন সদস্য। সবসময় দরিদ্রতা লেগেই থাকে। উদ্দীপকের কবিরের পরিবারের এসকল তথ্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রেই প্রতিফলন। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে বহুবিধ উপরোক্ষিত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

১. উদ্দীপকে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হলো জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি, শিক্ষা, সচেতনতা, পরিবারপরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বা জন্মহারকে কখনোই শুন্যের কোটায় আনা সম্ভব নয়। সে কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জন্মহারকে একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। প্রথমেই জনসংখ্যাকে সমস্যা না ভেবে কীভাবে সম্পদে পরিণত করা যায় সেদিকে লক্ষ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে একদিকে দেশ যেমন জাতীয় অঞ্চলিতে এগিয়ে যাবে তেমনি তারাও আর্থিকভাবে উপকৃত হবে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সময় বেশি দেওয়ার কারণে তারা ঘরে অলস সময় কাটানোর সুযোগ কম পাবে, এবং এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। তৃতীয়ত, শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষা ছাড়া সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনোভাবেই সচেতনতা আসবে না। কারণ শিক্ষার্থী জনগোষ্ঠী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল অনুধাবন করতে পারে না। সে কারণে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার বেশি। তাই এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, পরিবার পরিকল্পনা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বটি তুলে ধরতে হবে, যাতে করে এর অপব্যাখ্যা হ্রাস সাধারণ জনগোষ্ঠী প্রভাবিত না হয়। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে মাঝে মাঝে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করে জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যার কুফল সম্পর্কে এবং এর কর্ণীয় সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৯. কণার দাদু তাকে বলছিল, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছিলাম সমাজের সবাই সুখে বাস করতো। আমরা সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। অভাববোধ তখন খুব একটা ছিল না। আর রোগশোক মানুষকে দেখে যেন পালাত। এসব বলে তিনি আফসোস করে বললেন, কিন্তু মানুষ আজ সমস্যায় জরুরিত। বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুর্ভর হয়ে পড়েছে। /জালালাবাদ কলেজ, সিলেট/ প্রশ্ন নং ৭/

ক. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত জন? ১

খ. যৌথ পরিবার কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে? ২

গ. উদ্দীপকের কণার দাদুর কথায় সামাজিক সমস্যার যেসব কারণ
- প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুর্ভর হয়ে পড়েছে- কণার দাদুর
আলোচ্য উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন (আদমশুমারি-২০১১)।

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়। কেননা, যৌথ পরিবারিক কাঠামোতে সন্তান লালন পালন করা সহজ।

দাদা-দাদী অধিক অধিক নাতি-নাতনি পালনে উৎসাহবোধ করেন। ফলে এ ধরনের পরিবার অধিক সন্তান জন্মাননের আগ্রহী হয়। এভাবে যৌথ পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

গ. উদ্দীপকের কণার দাদুর কথায় সামাজিক সমস্যার যেসব কারণ ফুটে উঠেছে সেগুলো হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক পরিবর্তন, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অপূর্ণতা প্রভৃতি।

বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা চিন্তিবিনোদন প্রভৃতি পূরণ হচ্ছে না। এতে মানুষ রোগ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার দারিদ্র্যার কারণে মানুষ তাদের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় কর্মশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এতে তারা দারিদ্র্যের দুর্ভিক্ষে ঘূরপাক খাচ্ছে। অনেকে চাহিদা পূরণ করতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে বিভিন্ন মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার অনিষ্টয়তার ফলেও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।

গ. বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুর্ভর হয়ে পড়েছে। কণার দাদুর এ উক্তির মাধ্যমে বর্তমান সমাজের সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে যা অত্যন্ত যথোর্থ। সামাজিক পরিবর্তন ও দারিদ্র্যার কারণে সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিশুশ্রম, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, নারী নির্ধারণ, পারিবারিক অশান্তির মতো সামাজিক সমস্যা আজ সমাজের ধর্মনীতে প্রবাহমান। মৌলিক অধিকারের অপূর্ণতা থেকে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে অপুষ্টি। এছাড়াও এইডসের মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা যা গোটা সমাজকে ত্রুমাছয়ে জড়িয়ে ধরছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বাড়ে বন্তি সমস্যা, বাড়ে জনসংখ্যা, বাড়ে নিরক্ষরতা, সেই সাথে জন্ম নিচ্ছে পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তির মতো সামাজিক সমস্যা। রাজনৈতিক অঙ্গীকৃতীলতার দ্রুন দেশে সর্বদা হুরতাল, হিনতাইয়ের দাবানলে পুড়ে।

এসব সমস্যার ফলে দিনে দিনে সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের কণার দাদুর কথাতেও এই আক্ষেপই ফুটে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, কণার দাদুর উক্তিটি অর্থাৎ বর্তমান সমাজে বেঁচে থাকাই দুর্ভর হয়ে পড়েছে উক্তিটি যথোর্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪০. রোমান ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ করার পর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু চাকরি পায় না। আবার বাবার অর্থবিত্ত না থাকার কারণে ব্যবসায় বাণিজ্য ও করতে পারছে না। বর্তমানে সে খুবই হতাশ জীবনযাপন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০. রোমান ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ করার পর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু চাকরি পায় না। আবার বাবার অর্থবিত্ত না থাকার কারণে ব্যবসায় বাণিজ্য ও করতে পারছে না। বর্তমানে সে খুবই হতাশ জীবনযাপন করছে।

ক. জনসংখ্যাক্ষীতি কী? ১
খ. জীববৈচিত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. রোমানের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত করে? ৩
ঘ. বর্ণনা করো। ৪
ঙ. বাস্তবমূল্য শিক্ষাই পারে রোমানের মতো শিক্ষিত হতাশাগ্রস্ত যুবকদের হতাশ থেকে মুক্ত করতে? ব্যাখ্যা করো। ৫

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যদি কোনো দেশের জনসংখ্যা উক্ত দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় বেশি হয় তখন তাকে জনসংখ্যাক্ষীতি বলে।

৩ উত্তিন, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্ভাব, তাদের অর্তন্তগত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতত্ত্বকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জটিল পরিবেশতত্ত্বের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে।

৪ রোমানের বিষয়টি বেকার সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অধৈনেতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিরোগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূলধনের অভাব এবং ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের রোমানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি। এমনকি মূলধনের সংকট থাকায় তিনি স্বাধীনতাবে ব্যবসাও শুরু করতে পারছেন না। তাই বলা যায়, রোমানের অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

৫ বাস্তবমূর্খী শিক্ষাব্যবস্থা রোমানের মতো শিক্ষিত যুবকদের হতাশা দূর করতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা যুগোপযোগী নয়। বরং এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র বইনির্ভর। যা কাটিয়ে উঠতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ সংজ্ঞানশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তারপরও এদেশে কারিগরি শিক্ষার বিস্তৃতি আশানুরূপ নয়। ফলে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছেন ঠিকই কিন্তু দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না। এতে করে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

উদ্দীপকের রোমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাশ করলেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাচ্ছেন না। তার মতো শিক্ষিত যুব সমাজকে কর্মক্ষম করে তুলতে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারূপ করতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন কাজের ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে তেমনি দেশের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরিত হবে।

তাই বলা যায় যে, বাস্তবমূর্খী শিক্ষা ব্যবস্থা রোমানের মতো যুব সমাজকে হতাশাপ্রস্ত অবস্থা থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন ৪। শিল্পতি রহমান সাহেবের তার বিশাল সম্পদ দেখাশুনার স্বার্থে হেলে সন্তান কামনা করেন এবং হেলে সন্তানের আশায় একে এক জন কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন। /কালজার্ট সন্তানি মহিলা কন্দজ/ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১
খ. সামাজিক সমস্যার দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডের মাঝে বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্থানীতির কোন কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহমান সাহেবের কন্যা সন্তান হওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক জীবনে যে ধরনের প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে।

২ সামাজিক সমস্যার দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি বিমূর্ত ধারণা এবং এটি পরিবর্তন হয়।

সামাজিক সমস্যা একটি বিমূর্ত ধারণা। একে দেখা যায় না, হোঁয়া যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। যেমন— ঘোড়ুক একটি সামাজিক সমস্যা। কিন্তু একে দেখা না গেলেও সমাজে এর নেতৃত্বাচক প্রভাব অনুধাবন করা যায়। আবার, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সমস্যারও পরিবর্তন হয়। অতীতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সামাজিকভাবে প্রচলিত ছিলো। অবৈ বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কিংবা পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকা এগুলোকে কোনো সমস্যা মনে করা হতো না। বর্তমান আধুনিক সমাজে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের ধারায় এগুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। যদিও সমাজ থেকে এখনো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি।

৩ শিল্পতি রহমান কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশে জনসংখ্যাস্থানীতির অন্যতম কারণ পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

পুরুষতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থায় পুত্র সন্তান লাভের প্রত্যাশা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন কারণে এখনো আমাদের দেশের বহু মানুষের মনে মেঘে সন্তানের ব্যাপারে কিছুটা নেতৃত্বাচক ধারণা থাকে। সমাজে এ ধারণা বিদ্যমান যে, মেঘের বিয়ের পরে স্বামীর সংসারে চলে যায় বলে তারা পরিবারের কোনো কাজে আসে না। ছেলে সন্তানকে যেহেতু কোথাও যেতে হয় না তাই তারা অধৈনেতিক বিবেচনায় বেশি কাষ্য। তাছাড়া ‘বংশের ধারা রক্ষার জন্য’ ছেলে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এসব ধারণার কারণে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মেঘে সন্তান হলে হেলের আশায় বেশ কয়েকটি সন্তান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বৃদ্ধকালীন আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার আশায়ও অনেক সময় বাবা-মা হেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেন। এভাবে হেলে সন্তানের প্রত্যাশার জেরে জনসংখ্যা বেড়ে চলে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবের অভ্যন্তর সম্পদের মালিক। তিনি এ সম্পত্তি দেখাশোনার স্বার্থে হেলে সন্তান কামনা করেন। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয় নি। বরং তার পরপর পাঁচটি মেঘে হয়েছে। তাই বলা যায়, তার এ কর্মকাণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করছে।

৪ রহমান সাহেবের মতো অধিক সন্তান জন্মানের বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। সমাজে বিরাজমান অন্যান্য সমস্যাকে বাড়তি জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরও প্রকট করে তোলে। এদেশে আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এজন্য জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা কঠিন হচ্ছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে তাদের মধ্যে সম্পত্তির বর্ণন করতে গিয়ে জমি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কৃষিজমি ভাগ হয়ে উৎপাদন করে যাচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ফসলি জমিতে নতুন নতুন বসতবাড়ি নির্মাণ করার কারণেও চাষের জমি কমছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে সমাজে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, খাদ্য সংকট, বেকারত্ব, নিম্ন জীবনমান, অপরাধ প্রবণতা, পরিবেশ দূষণ, শ্রেণি বৈষম্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবের তার বিপুল সম্পদের দেখাশোনার স্বার্থে পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা করেন। কিন্তু হেলে পাওয়ার আশায় তার ঘরে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এ ধরনের ঘটনা এদেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলবে। কেননা এর ফলে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ কমবে। খাদ্য সমস্যা, বেকারত্ব, জীবনযাত্রার

নিম্নমান, দরিদ্রতাসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা আরও প্রকট হবে। জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। মোটকথা, এটি এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, রহমান সাহেবের পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং বেশি সন্তান জন্মদানের বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ আসলাম একজন কৃষক। শুন্ধ মৌসুমে সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বর্ষাকালে তার কাজ থাকে না। অন্যদিকে তার ভাই একটি ছাপাখানার কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে এই ছাপাখানায় ডিজিটাল পন্থতি চালু হওয়ায় সে কাজ করতে পারছে না।

- /সরকারি পর্যবেক্ষণ কলেজ, ঢাকা/ গ্রন্থ নং ৩/
ক. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস কবে? ১
খ. অপৃষ্ঠির ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্বীপকে কোন সামাজিক সমস্যার ধরন ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত উক্ত সমস্যাটির এ দুটি ধরন ছাড়া এর আরও ধরন আছে। কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২ এপ্রিল।

খ মানবদেহের স্বাভাবিক অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত অভাবজনিত অবস্থাকে অপৃষ্ঠি বলা হয়। অপৃষ্ঠি বলতে কেবল দুর্বল রাস্থ্যকে বোঝায় না। মূলত অপৃষ্ঠি বলতে কাজ করার সামর্থ্যে ব্যাধাত, শারীরিকভাবে গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং দেহের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিলজনিত সমস্যাকে বোঝায়। এটি একটি আপেক্ষিক অবস্থা।

গ উদ্বীপকে মৌসুমি বেকারত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের ধরন ফুটে উঠেছে।

যখন কোনো বাস্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না, তখন তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষণীয়। যেমন- ক. মৌসুমি বেকারত্ব, খ. প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব, গ. ছস্ববেশী বা প্রচলন বেকারত্ব, ঘ. আকস্মিক বেকারত্ব ইত্যাদি। উদ্বীপকে আসলাম ও তার ভাইয়ের ঘটনায় মৌসুমি এবং প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত বেকারত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাধারণত ঝাতু পরিবর্তনজনিত কারণে গ্রাম্যস্থানের কৃষকরা সবসময় কাজ পান না, যার ফলে মৌসুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। কেননা আমাদের দেশে এখনো কৃষিকাজে প্রকৃতি নির্ভরতা বেশি এবং কৃষকরা ঝাতুভেদে চাষ করে থাকেন। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী তারা কাজে নিয়োজিত থাকলেও বছরের বাকি সময় তাদের হাতে কাজ থাকেন। উদ্বীপকের কৃষক আসলামের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শুন্ধ মৌসুমে তিনি কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বর্ষাকালে তার কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ তিনি মৌসুমি বেকারত্বের শিকার। আবার, উৎপাদনের কলাকৌশলগত পরিবর্তনের কারণে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। উদ্বীপকে বর্ণিত আসলামের ছেট ভাই একটি ছাপাখানায় কাজ করেন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে ডিজিটাল পন্থতি চালু হওয়ার কারণে তিনি কাজ করতে পারছেন না। কেননা যত্নের ব্যবহার উৎপাদন ব্রচ কমিয়ে আনার পাশাপাশি সময় বৈচাতে সহায়ক। তবে এর ফলে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত মৌসুমি বেকারত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব ঝাতুও বেকারত্বের আরও কিন্তু ধরন লক্ষ করা যায়।

বেকারত্ব মূলত এক অবাস্থিত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। সাধারণত প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম

ব্যক্তি কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তাকে বেকার বলে। কারণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন- ক. মৌসুমি বেকারত্ব, খ. প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব, গ. ছস্ববেশী বা প্রচলন বেকারত্ব, ঘ. আকস্মিক বেকারত্ব ইত্যাদি।

ছস্ববেশী বা প্রচলন বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন শর্মিক কাজ করছে বলে মনে হলেও তার প্রাক্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। তিনি একাই তা চাষ করেন। তবে তার দুই ছেলে যদি তার সাথে চাষাবাদে যোগ দেয় তাহলে মনে হবে মোট তিনজন লোক কাজে নিষ্পত্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক একা যা উৎপাদন করতেন, দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই আছে। যেহেতু তিনজন লোক একজনের কাজ ভাগ করে নিছে তাই অতিরিক্ত দুইজনের প্রাক্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হবে। এদেরকেই ছস্ববেশী বা প্রচলন বেকার বলা হয়। আবার প্রাক্তিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অনেকেই শারীরিক হানাসিক অক্ষমতার শিকার হতে পারেন। এ অবস্থায় আকস্মিক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। আবার পেশা পরিবর্তনের ফলে সাময়িক বেকারত্বের উন্নত হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি বা ব্যবসা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে সাময়িক কর্মসূচী অবস্থায় থাকে। এ অবস্থাকে সাময়িক বেকারত্ব বলে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায় যে, মৌসুমি ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব ঝাতুও বেকারত্বের আরও ধরন রয়েছে, যার ইঙ্গিত উদ্বীপকে নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ মানবদেহের স্বাভাবিক অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত অভাবজনিত অবস্থাকে অপৃষ্ঠি বলা হয়। অপৃষ্ঠি বলতে কেবল দুর্বল রাস্থ্যকে বোঝায় না। মূলত অপৃষ্ঠি বলতে কাজ করার সামর্থ্যে ব্যাধাত, শারীরিকভাবে গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং দেহের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিলজনিত সমস্যাকে বোঝায়। এটি একটি আপেক্ষিক অবস্থা।

- /পরিস্থিতি সরকারি মহিলা কলেজ/ গ্রন্থ নং ৩/
ক. IPCC এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. সামাজিক সমস্যার ‘পরিমাপ যোগ্যতা’ বৈশিষ্ট্যটি একটি দৃষ্টিতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সমাজের কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত অবস্থা নিরসনে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে? মনের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IPCC এর পূর্ণরূপ হলো Intergovernmental Panel on Climate Change।

খ সামাজিক সমস্যার পরিমাপযোগ্যতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিস্থিতিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বক্তব্যে সামাজিক সমস্যা প্রত্যয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিক সমস্যা বলতে সমাজ জীবনের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায় যা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এর ফলে সমাজের উরেখযোগ্য অংশের মাঝে অবাস্থিত ও আপত্তিকর আচরণ লক্ষ করা যায়, যা পরিবর্তনের প্রয়োজন জন্মগ্রহণ অনুভব করে। দেশ-কাল ভেদে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা ভিন্ন হলেও এটি সার্বজনীন।

সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বেশকিছু কারণ বিদ্যমান। সাধারণত প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিন্যাস, বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ ও মূল্যবোধগত স্বন্ধ ইত্যাদি কারণে সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি হয়। এছাড়া অতিরিক্ত অনসংখ্যা, অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব ইত্যাদি কারণেও সামাজিক সমস্যার উত্তৃত্ব ঘটে। তাই বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বহুমুখী কারণ বিদ্যমান।

৬. আমি মনে করি সামাজিক সমস্যা নিরসনে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের স্বাভাবিক পতিধারায় বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান। এর ফলে সমাজবাসীর জন্য পীড়াদায়ক, অনাকাঙ্খিত, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি সমাজের প্রচলিত বীতি^৩ ও মূল্যবোধসমূহকে উপেক্ষা করে বিশ্঳েষার সৃষ্টি করে। তাই এ অবস্থার উত্তরণে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রতিকারে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া। কেননা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর অবস্থা যোকবিলায় যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সমস্যা যেহেতু সমাজে বেশিরভাগ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, তাই তা সমাধানেও যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা ছিলনা। যে কারণে হিন্দু বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারতেন না। ফলে বাবা, ভাই কিংবা শ্বশুরবাড়িতে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো। পরবর্তীতে সমাজ সংস্কারক সৈন্ধবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা এবং সরকারের উদ্যোগের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রয়োগ করা হয়। যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে গৃহীত যৌথ প্রচেষ্টার প্রকৃত উদাহরণ। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী তাই বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ X একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রবাসী জীবন যাপনের পর বর্তমানে দেশে ফিরেছেন। ইদানিং অতি সামান্য কারণে তিনি অসুস্থ বোধ করায় ভাস্তারের স্বরণাপন হয়েছেন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভাস্তার তাকে জনায় সে এমন এক Virus দ্বারা আক্রান্ত যা তার দেহের CD₄ সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে।

- ক. A Profession of Many Faces প্রশ্নটি কার লেখা? ১
 খ. মাদকাস্তি বলতে কী বোঝা? ২
 গ. উদ্বীপকে X ব্যক্তির আক্রান্ত রোগের নাম কী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৩
 ঘ. 'সচেতনতাই উক্ত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের একমাত্র উপায়' বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. A Profession of Many Faces প্রশ্নটি আরম্ভ মরেলেস এর লেখা।

খ. মাদকাস্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝা; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। মাদকাস্তি একটি মনো-স্নায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকন্ত্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ. উদ্বীপকে 'X' ব্যক্তির আক্রান্ত রোগের নাম এইডস। এইডস একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। এইচআইডি ভাইরাসের কারণে এ রোগ হয়। মানবদেহে এইচআইডি ভাইরাস সংক্রমনের ফলে দেহের CD₄ সিস্টেম অর্ধাৎ অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এতে মানুষের দেহে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আক্ষম্য বাস্তি থারে থারে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আজ পর্যন্ত এইডস রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। এর কোনো চিকিৎসাও নেই। এজন্য এ রোগের পরিণতি হলো মৃত্যু।

ঘ. উদ্বীপকে দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপনের পর দেশে ফিরেছেন। ইদানিং অতি সামান্য কারণে তিনি অসুস্থ বোধ করার ভাস্তারের কাছে যান। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ভাস্তার জনায় সে এমন এক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যা তার দেহের CD₄ সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতে বোঝা যায় 'X' ব্যক্তি এইচআইডি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার রোগীর নাম হলো এইডস।

ঘ. উদ্বীপকে ইঞ্জিতকৃত সামাজিক সমস্যাটি হলো এইডস যা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হলো সচেতনতা।

বর্তমানে সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো এইডস। এটি একটি প্রাপ্যঘাতী ব্যাধি যা মানবদেহের CD₄ সিস্টেম অর্ধাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর কোলে দলে পড়ে। উদ্বীপকেও এই রোগের ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে। উদ্বীপকে 'X' এইডস রোগ আক্রান্ত হয়েছেন যা তার দেহের CD₄ সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এইডস রোগের কোমো চিকিৎসা নেই। এর কোমো প্রতিষেধক এবং আবিষ্কৃত হয় নি। এজন্য এ রোগের পরিণতি হলো মৃত্যু। তবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যেমন- শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ধৰ্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেলে চলতে হবে। জীবনসজীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন যাত্র সজী রাখতে হবে। রক্ত দেওয়া নেওয়ার আগে এইচআইডি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে। চিকিৎসায় ব্যবহৃত সূচ, ব্রেজ, সিরিজ আদৌ ছিলীয়বার ব্যবহার করা যাবে না। অঙ্গোপচার এবং নাক, কান ছিন্দ এবং ছেলেদের তুকছেদ করার সময় জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশ্যাত্মার সময় প্রবাসীদের অবশ্যই এইডস সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হবে।

এইডস প্রতিরোধের উল্লিখিত সবগুলো উপায়ই হলো সচেতনতামূলক। সুতরাং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, গণসচেতনতাই^৪ এই ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ মোহনদপুর শিশু হাসপাতালের ২৫০ শিশুর মধ্যে ভর্তিকত ৫ বছরের শিশুর মধ্যে প্রায় ১০০ শিশুরই হাত, পা, চোখসহ বিভিন্ন অঙ্গের সমস্যা। আবার কাঠো বয়স অনুপাতে বৃষ্টি ঘটে। কর্তব্যরূপ ভাস্তারের তথ্যমতে পরিমিত ও সুষম খাদ্যের স্থানের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্য শিশুরা পুরোপুরি সুস্থিত হতে পারবে না।

- ক. দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দাও। ১
 খ. সামাজিক সমস্যার ২টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২
 গ. উদ্বীপকে কোন ধরনের সমস্যার ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. পরিবারগুলো সচেতন হলে উক্ত সমস্যা সমাধানে যোগ্য হবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১. দারিদ্র্য এমন এক অধীনতিক অবস্থা যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি কেনার সক্ষমতা হারায়।

২. সামাজিক সমস্যার দৃটি বৈশিষ্ট্য হলো যথাক্রমে এটি অপ্রত্যাশিত এবং এটি মূল্যবোধ পরিপন্থ।

সব সমাজেই সামাজিক সমস্যা একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়। এটি সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। অন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো এটি মূল্যবোধ পরিপন্থ। প্রতিটি সমাজেই কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকে যা মানুষকে তালো মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। সমাজে প্রচলিত এ সকল মূল্যবোধ ও আদর্শ পরিপন্থ সরকারী সামাজিক সমস্যা।

৩. উদ্দীপকে পৃষ্ঠি সমস্যার ইতিবাচক দেওয়া হয়েছে।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে অবিজ্ঞেন্দ্র বিষয় হলো পৃষ্ঠি। দেহের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য পৃষ্ঠি উপাদানের অভাব হলো বা আধিক্য দেখা দিয়ে শরীরে যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয় তাই অপৃষ্ঠি। সামাজিক কুসংস্কার ও নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গি অপৃষ্ঠির কারণ। এখানে পৃষ্ঠাইন্দ্রিয় কারণে এদেশে কম ওজন ও কম উচ্চতাসম্পন্ন অপরিণত শিশুর জন্ম হচ্ছে যার একমাত্র কারণ দরিদ্রতার কারণে পরিমিত ও সুস্থ খাদ্য গ্রহণ না করা।

উদ্দীপকে উচ্চিত হাসপাতালে ভর্তিকৃত ২৫০ শিশুর মধ্যে ১০০ জন শিশুরই বিভিন্ন আজ্ঞার সমস্যার একমাত্র কারণ হলো অপৃষ্ঠি। অপৃষ্ঠির কুফল এতই ভয়াবহ যে তারা পুরোপুরি সুস্থ ও হতে পারবে না।

৪. পরিবারগুলো সচেতন হলে উক্ত সমস্যা সমাধানযোগ্য- এ বিষয়ে আমি একমত।

প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ও পৃষ্ঠিকর খাবারের প্রয়োজন থাকা সঙ্গেও কুসংস্কারের কারণে পরি এলাকার গর্ভবতী মায়েরা তা গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে গর্ভবতী মা এবং শিশু উভয়ই অপৃষ্ঠির শিকার হয়। পৃষ্ঠি সমস্যা সমাধানে এর কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবারগুলোকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। পৃষ্ঠি বিষয়ে পরিবারগুলোর অজ্ঞতা দূর করতে হবে ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উদ্দীপকের আলোকে অপৃষ্ঠি সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও অপ্রচার দূরীকরণে পরিবারগুলোকে সচেতন করতে হবে। এভাবে অপৃষ্ঠি দূর করার জন্য কর্মসূচী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অপৃষ্ঠি পরিবার তথা জাতির জন্য অভিশাপ হৃৎপ। এটি মোকাবেলা করতে পরিবারের সচেতন ভূমিকা অন্বৰীকার্য।

৫. > ৫৬ রফিক সকালে পত্রিকা পড়ছিল। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদন পত্রে রফিক ব্যাখ্যিত হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০১৭ সালে (জুন-ডিসেম্বর) বাপের বাড়ি থেকে স্বামী বা শ্শুরবাড়ির লোককে টাকা দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়। যার মধ্যে তিনজন নাবালেগা বধু।

পর্যবেক্ষণ পথে বালিকাদেশ সেবক মুক্তির সরকারি কলেজ, ঢাকা। পত্র নং ৪/।

ক. শ্রিন হাউস ইফেক্ট কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রফিকের পত্র প্রতিবেদনের তথ্যে বাংলাদেশের কোন সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে সমাজে তার প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদ্যারক- ৩

ঘ. উদ্দীপকে রফিকের পত্র প্রতিবেদনে যে সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে সমাজে তার প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদ্যারক-কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. শ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে বায়ুতে ক্রমবর্ধমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি এবং সূর্যের তাপ বিকিরণের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক ফলাফলকে বোঝায়।

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী জলবায়ুর থেকোনো পরিবর্তনকে বলে জলবায়ু পরিবর্তন। কোনো কারণে শ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর অতিরিক্ত উদ্গীরণের ফলে অর্ধাং গ্যাসের ঘনত্ব পরিবর্তনের প্রভাবে জলবায়ুর মধ্যে যে পরিবর্তন পরিস্কৃত হয়, তাই জলবায়ু পরিবর্তন। বৈশ্বিক উক্তায়ন আবহাওয়ার ধরন ও ঘৃতবৈচিত্র্য পান্তে দিয়েছে। যার কারণে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বেশি ঘটেছে।

গ. উদ্দীপকে রফিকের পত্র প্রতিবেদনের তথ্যে বাংলাদেশের যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বেশিরভাগ যৌতুকের কারণে সংঘটিত হয়। সাধারণভাবে যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। তেমনিভাবে এটি আরও নানাবিধ সমস্যার উৎস। অধীনেতৃত দৈন্য, অক্ষমতা, ও অশিক্ষা এবং প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে সমাজে যৌতুকের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এ কারণে মানসিক নির্মীকৃত, হত্যাকাণ্ড, আঘাতহত্যার মতো ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটেছে। যেমন: মানবাধিকার সংগঠন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৬' শীর্ষক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়, যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন নারী।

উদ্দীপকের রফিক পত্রিকার প্রতিবেদনে জানতে পারে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০১৭ সালে বাপের বাড়ি থেকে স্বামী বা শ্শুর বাড়ির লোককে টাকা দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয় যা যৌতুককে নির্দেশ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রফিকের পত্র প্রতিবেদন বাংলাদেশের যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে রফিকের পত্র প্রতিবেদনে যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে এবং সমাজে তার প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদ্যারক। যৌতুক একটি ভয়ানক সামাজিক সমস্যা। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কল্যানায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বোচ্চ হারাতে হয়। ফলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়; নারিত্বের হার বাড়ে। যৌতুক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয় যা কখনো পারিবারিক ভাঙ্গনে রূপ নেয়। যৌতুকের কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। নিম্নবিভ ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়। নারীরা শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেকক্ষেত্রে হত্যা বা আঘাতহত্যার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। উদ্দীপকেও একই চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক পত্রিকার প্রতিবেদনে জানতে পারে ২০১৭ সালে (জুন-ডিসেম্বর) টাকা অর্ধাং শ্শুরবাড়ির লোককে যৌতুক দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয় যার মধ্যে তিনজন নাবালেগা বধু। এতে বোঝা যায়, যৌতুক সমস্যা আমাদের সমাজে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এ সমস্যার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের রফিকের পত্র প্রতিবেদনে যৌতুকের চিত্র ফুটে উঠেছে যা সমাজে অত্যন্ত নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

তৃতীয় অধ্যায়: সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

★★ সামাজিক সমস্যার ধারণা ও সংজ্ঞা

১. কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়? [জ্ঞান]
 - (ক) আচরণগত সমস্যা
 - (খ) অধিবিদ্যাগত সমস্যা
 - (গ) রাসায়নিক বিক্রিয়াগত সমস্যা
 - (ঘ) সামাজিক সমস্যা
২. আমাদের সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
 - (ক) লিখিত নিয়ম-কানুন দ্বারা
 - (খ) অলিখিত নিয়ম-কানুন দ্বারা
 - (গ) মানুষের ইচ্ছামাফিক
 - (ঘ) রাষ্ট্রকৃত নির্ধারিত নিয়মে
৩. 'সামাজিক সম্পর্কের অস্বাভাবিকতাই হচ্ছে সামাজিক সমস্যা'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
 - (ক) ডেভিড ক্রেসলারের
 - (খ) আর এল বার্কারের
 - (গ) এইচ এ ফেলপসের
 - (ঘ) ডিপ্রিউ এ ফ্রিডল্যাভারের
৪. সামাজিক সমস্যাগুলো কীসের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে? [জ্ঞান] / যদিদ্বয় জল-ক্লেচ ব্যবহারের
 - (ক) ব্যক্তির
 - (খ) পরিবারের
 - (গ) সমাজের
 - (ঘ) রাষ্ট্রের
৫. 'The Study of Social Problems' গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান]
 - (ক) রব এবং সেলজনিক
 - (খ) আর্ল রেবিন্টন এবং মাটিন এস.ওয়েনবার্গ
 - (গ) অগবার্ন ও নিমকফ
 - (ঘ) ল্যান্ডবার্গ ও ফ্রাঙ্ক
৬. সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যা মূলত— [অনুধাবন]
 - i. প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে
 - ii. অলোকিক প্রভাব রাখে
 - iii. পরোক্ষ প্রভাব ফেলে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
৭. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন] / ক্লাসিকেল প্রাবল্য সৃষ্টি ও ক্লেচ বোবেনসাহী
 - i. সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর
 - ii. সমাজ থেকে সৃষ্টি
 - iii. সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
৮. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
 - i. সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর
 - ii. সমাজ থেকে সৃষ্টি
 - iii. সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii

★★ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

৯. 'Social problem disrupt social norms.'— উক্তিটি

কার? [জ্ঞান]

- (ক) MacIver & Page
- (খ) John Wayne & Peril
- (গ) P B Horton & JR Lesely
- (ঘ) Ginsberg

১০. সকল সামাজিক সমস্যার পরিসর কীবৃপ? [অনুধাবন]

- (ক) গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবন্ধ
- (খ) দলের মধ্যে সীমাবন্ধ
- (গ) সার্বজনীন
- (ঘ) নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবন্ধ

১১. একটি সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়— [অনুধাবন]

- i. বিশ্বালা
- ii. উন্নতি
- iii. অশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

১২. সামাজিক সমস্যা— [অনুধাবন]

- i. মূল্যবোধ পরিপন্থ
- ii. আদর্শ পরিপন্থ
- iii. উন্নয়নের পরিপন্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

★★ সামাজিক সমস্যার কারণ

১৩. সমাজবিজ্ঞানী Ogburn & Nimcoff সামাজিক সমস্যার কারণ উল্লেখ করেছেন কোন গ্রন্থে? [জ্ঞান]

- (ক) Sociology
- (খ) An Outlines of Sociology
- (গ) An Introduction of Sociology
- (ঘ) A Hand Book of Sociology

১৪. সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সৃষ্টি সমস্যার প্রভাব

কোথায় বেশি পরিস্কৃত হয়? [অনুধাবন]

- (ক) সমাজে
- (খ) সংঘে
- (গ) পরিবারে
- (ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে

১৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কী কারণে শাসক ও

শোষিত শ্রেণির মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা উত্তৃত হয়? [অনুধাবন]

- (ক) সম্পদের অসম বণ্টন
- (খ) সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের অভাব
- (গ) আর্থিক সংকট
- (ঘ) শোষিতের ওপর শাসকের অত্যাচার

১৬. কীসের মাধ্যমে একটি সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক বিষয় প্রস্ফুটিত হয়? [জ্ঞান]

- (ক) বিবর্তন
- (খ) সংস্কৃতি
- (গ) সভ্যতা
- (ঘ) রাজনীতি

১৭. 'ক' এলাকায় হঠাৎ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। এরূপ সমস্যা নিচের কোনটির ফল? [গ্রোগ]

- (ক) মূল্যবোধগত স্বন্ধ
- (খ) সাংস্কৃতিক অসমতা
- (গ) ধর্মীয় রীতিনীতির পার্থক্য
- (ঘ) কুসংস্কার

১৮. সমাজবিজ্ঞানী CM Case সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন— [অনুধাবন]
 i. বিরূপ প্রতিকূল অবস্থাকে
 ii. অসংগঠিত তুটিপূর্ণ সামাজিক অবস্থাকে
 iii. বিভিন্ন দলের মধ্যে সাংস্কৃতিক ইন্দ্রকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii
১৯. প্রতিটি সমাজে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ থাকে, কেননা— [অনুধাবন]
 i. বিভিন্ন দলের অন্তিত্ব বিদ্যমান
 ii. বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তিত্ব
 iii. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তিত্ব
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
- ★★ সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক, জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও প্রভাব।**
২০. 'পারমাণবিক যুদ্ধ' ব্যতীত বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে সমস্যা তা হলো জনসংখ্যাক্ষীতি— কার উক্তি? [জ্ঞান]
 ① রুবার্ট ম্যালথাস ② ম্যাকাইভার
 ③ এ্যাডাম স্মিথ ④ ম্যাকনামারা
২১. কোনো দেশে জনগণের জীবনযাত্রা ও সেবার মান সর্বোচ্চ করতে কোনটি দরকার? [অনুধাবন]
 ① নির্দিষ্ট জনসংখ্যা
 ② জনসংখ্যার সুষম বন্টন
 ③ অসম জনসংখ্যা ④ কাম্য জনসংখ্যা
২২. **THE POPULATION BOMB** 'গ্রন্থটির লেখক কে? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
 ① অধ্যাপক অগৰ্দান ② পিলিক এন্ড পিলিক
 ③ পল এনরিখ ④ র্যাগনার নার্কস
২৩. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোায়? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
 ① খাদ্য অনুপাতের জনসংখ্যা
 ② আয়তন অনুপাতে জনসংখ্যা
 ③ জনসংখ্যা অনুপাতে সম্পদ বেশি
 ④ সম্পদ অনুপাতে জনসংখ্যা
২৪. কাম্য জনসংখ্যা + অতিরিক্ত জনসংখ্যা = ? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম মেডিস কলেজ/
 ① সুষম জনসংখ্যা ② অসম জনসংখ্যা
 ③ জনসংখ্যা সমস্যা ④ জনসম্পদ
২৫. *An Essay on the principle of population* গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান] /আইনিল স্কুল এন্ড কলেজ মডেলিল/
 ① ১৭৯০ সালে ② ১৭৯৫ সালে
 ③ ১৭৯৭ সালে ④ ১৭৯৮ সালে
২৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন কে? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
 ① এ্যাডাম স্মিথ ② ম্যাকনামারা
 ③ ম্যালথাস ④ কিংসলে ডেভিস
২৭. ২০১৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জনমিতিক
- তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের স্থূল মৃত্যুহার কত? [জ্ঞান]
 ① ৪.৫ জন ② ৫.৫ জন
 ③ ৬.২ জন ④ ৬.৫ জন
২৮. বাংলাদেশে বর্তমানে মহিলা (১৫-৪৯) প্রতি উর্বরতার হার কত? [জ্ঞান]
 ① ১.৩৬ ② ২.০৩
 ③ ১.৪৮ ④ ২.১২
২৯. নির্ভরশীল জনসংখ্যাকে কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত করা হয়? [অনুধাবন]
 ① কর্মদক্ষতা ② আর্থিক সচ্ছলতা
 ③ শারীরিক শক্তি ④ বয়স
৩০. ১৯৫১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমে আসার কারণ— [অনুধাবন]
 i. বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ
 ii. স্বাস্থ্য সচেতনতা
 iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii
৩১. জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হলো— [অনুধাবন] /সমস্ত ক্ষেত্রে/
 i. শিল্পসূচী
 ii. বেকারতু
 iii. অপরাধ প্রবণতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii
৩২. সারা বিশ্বে উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা — [অনুধাবন]
 i. অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে
 ii. বন উজাড় হচ্ছে
 iii. পারমাণবিক চাঁপির ব্যবহার বাড়ছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii
- ★ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা**
৩৩. কোনো চলমান ধারার একটি পর্যায় যদি স্বল্প মাথাপিছু আয় হলে এর প্রবৃত্তী পর্যায় কী হবে? [অনুধাবন]
 ① জীবনযাত্রার নিম্নমানকু কুসংস্কারাত্মকতা
 ② বেকারতু ③ অশিক্ষা
৩৪. যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান]
 ① তাত্ত্বিক জ্ঞান ② প্রায়োগিক জ্ঞান
 ③ গবেষণা ④ সচেতনতা
৩৫. সমাজকর্মীরা বিলম্বে বিবাহের জন্য কীভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে? [অনুধাবন]
 ① চিকিৎসা সেবা প্রদান করে
 ② পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে
 ③ নিজেরা সচেতন হয়ে
 ④ প্রচারণার মাধ্যমে

৩৬. Front line Female Workers কাদের বলা হয়? [অনুধাবন]
- (ক) সমাজকর্মীদের
 - (খ) নীতি নির্ধারকদের
 - (গ) পরিবার কল্যাণ সহকারীদের
 - (ঘ) রাজনীতিবিদদের
৩৭. একজন সমাজকর্মী জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে পারে— [অনুধাবন]
- এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য
 - সমাজে এর প্রভাব খুঁজে বের করার জন্য
 - সমাধানের দিক খুঁজে বের করার জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
৩৮. জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে— [অনুধাবন]
- বিলম্বে বিবাহে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে
 - বাস্তব তথ্যের জন্য গবেষণাকার্য পরিচালনার মাধ্যমে
 - শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) ii ও iii
 - (গ) i ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
৩৯. উদ্বৃত্তিক পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- মাহিনের বসবাসরত দেশটি বিশ্বের অন্যুক্ত ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশটিতে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ফলে বহুমুখী সমস্যা বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। [বিনাইত্ব সরকারি মহিলা কর্তৃত]
৪০. উদ্বৃত্তিক বর্ণিত মাহিনের বসবাসরত দেশের সাথে নিচের কোন দেশের সাদৃশ্য রয়েছে? [গ্রন্থে]
- (ক) বাংলাদেশের
 - (খ) নেপালের
 - (গ) শ্রীলঙ্কার
 - (ঘ) মিয়ানমারের
৪১. মাহিনের দেশে বিরাজমান উচ্চ প্রতিবন্ধকতাসমূহ সূরীকরণের ফলে বলা যায়— [উচ্চতা দক্ষতা]
- পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উন্মুক্ত করতে হবে
 - রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চৰ্তা করতে হবে
 - প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) ii ও iii
 - (গ) i ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
- ★★ বাংলাদেশে বেকারত্বের ধারণা ও সংজ্ঞা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব, বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা**
৪২. অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে উত্তৃত সামাজিক সমস্যা কোনটি? [জ্ঞান]
- (ক) আঘাতহত্যা
 - (খ) বেকারত্ব
 - (গ) মাদকাসংগ্রহ
 - (ঘ) অপরাধপ্রবণতা
৪৩. বাংলাদেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার কারণ হিসেবে যা বলা যায় তা হলো— [অনুধাবন]
- (ক) আবাদি ভূমির পরিমাণ হ্রাস
 - (খ) শিল্প-কারখানার অপর্যাপ্ততা
 - (গ) বাস্তবসম্মত শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতির অভাব
 - (ঘ) উপরের সবগুলোই সঠিক
৪৪. বেকার সমস্যার পেছনে অর্থনৈতিক কারণের পোশাপাশি অন্য কোন কারণ কাজ করে? [জ্ঞান]
- (ক) রাজনৈতিক কারণ
 - (খ) সাংস্কৃতিক কারণ
 - (গ) কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা
 - (ঘ) ব্যক্তিগত কারণ
৪৫. কোনো দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
- (ক) দলীয় হস্তক্ষেপ
 - (খ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
 - (গ) শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো
 - (ঘ) ব্যক্তি উদ্যোগ
৪৬. একটি দেশের শিল্প বিকাশ কিংবা উন্নয়নমূল্যী কর্মসূচি গৃহীত হয় কীসের ভিত্তিতে? [জ্ঞান]
- (ক) শিল্পকের দক্ষতা
 - (খ) সরকারের স্থায়িত্ব
 - (গ) দেশের মোট উৎপাদনের
 - (ঘ) দেশের প্রবন্ধিত
৪৭. ইকোনোমিস্ট কোন দেশের সাময়িকী? [জ্ঞান]
- (ক) যুক্তরাষ্ট্র
 - (খ) যুক্তরাজ্য
 - (গ) ইতালি
 - (ঘ) জার্মান
৪৮. বিশ্ব বাকরের মতে, প্রতিপক্ষে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার কত? [জ্ঞান]
- (ক) ১৪.২%
 - (খ) ১৩.৩%
 - (গ) ১৫.৫%
 - (ঘ) ১৬.৫%
৪৯. ILO-এর মতে, বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান কততম? [জ্ঞান]
- (ক) ৫ম
 - (খ) ৭ম
 - (গ) ১০ম
 - (ঘ) ১২তম
৫০. কোনটির দুর্বলতার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়? [জ্ঞান]
- (ক) শিক্ষাব্যবস্থা
 - (খ) যাতায়াত ব্যবস্থা
 - (গ) রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ধর্মীয় নীতি
৫১. বেকারত্বের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
- ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ ও সামর্থ্যের উপস্থিতি
 - এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা
 - এটি সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের মানদণ্ড
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) ii ও iii
 - (গ) i ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii

৫২. কোনো ব্যক্তির বেকারত্ত যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে,
সেগুলো হলো— [অনুধাবন]
 i. ব্যক্তি জীবনে অসংগতি সৃষ্টি করে
 ii. পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে
 iii. সামাজিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① ② ③
 i. i ও ii ii. ii ও iii
 iii. i, ii ও iii iv. i ও iii
৫৩. এদেশের জনগণক থেকে অস্থিতিশীল রাজনীতি
ব্যাপাত সৃষ্টি করে— [অনুধাবন]
 i. শিক্ষার বিকাশে
 ii. সুস্থ বিনিয়োগের পরিবেশ সংযোগে
 iii. সুস্থ শিল্পনীতি বাস্তবায়নে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① ② ③
 i. i ও ii ii. i ও iii
 iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর
দাও:
 সমাজ থেকে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে
সমাজকর্মী নওশীন এলাকার কিছু যুবকের মৎস্য চামের
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং স্থানীয় একটি এনজিও
থেকে তাদের ঘৰ সুন্দর কাণের ব্যবস্থা করে দেয়।
 ৫৪. সমাজকর্মী নওশীনের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে
সমাজে কোন বিষয়টি ত্রাস পাবে? [প্রয়োগ]
 ① ② ③
 i. নিরক্ষরতা ii. বেকারত্ত
 iii. মূল্যবোধ iv. যৌতুক প্রথা
৫৫. উচ্চ সমস্যা দূরীকরণে সমাজকর্মী নওশীন আরও
যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে— [চিত্তত দক্ষতা]
 i. ধর্মীয় গোড়ামি ও মূল্যবোধ পরিবর্তন
 ii. মানুষকে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করা
 iii. মানুষের মাঝে অর্থ সাহায্য বিতরণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① ② ③
 i. i ও ii ii. i ও iii
 iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
- ★★ অপুষ্টির ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও
প্রভাব, অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায়
সমাজকর্মীর ভূমিকা**
৫৬. পুষ্টি কী? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. খাদ্য ii. খাদ্যের উপাদান
 iii. জৈবিক প্রক্রিয়া iv. খাদ্যের ফল
৫৭. খাদ্যের পুষ্টিমান মূলত কয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভর
করে? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. দুটি ii. তিনটি
 iii. চারটি iv. পাঁচটি
৫৮. বাংলাদেশ খাদ্য ব্যবস্থাপূর্ণ হয় কত সালে? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. ১৯৯৮ সালে ii. ২০০০ সালে
 iii. ২০০২ সালে iv. ২০০৪ সালে
৫৯. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ফলে বড়

- প্রতিবন্ধকতাকোনটি? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গি ii. মূল্যবোধগত সম্পত্তি
 iii. অভ্যন্তর iv. হিদাগ্রন্ততা
৬০. গলগড়ের জন্য দায়ী কী? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. ভিটামিনের অভাব ii. আইয়োডিনের অভাব
 iii. প্রোটিনের অভাব iv. ক্যালসিয়ামের অভাব
৬১. একটি শিশুর জন্মের সময়কার আদর্শ ওজন কত?
[জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. ১৫০০ গ্রাম ii. ২৫০০ গ্রাম
 iii. ৩৫০০ গ্রাম iv. ২৭০০ গ্রাম
৬২. বাংলাদেশের অপুষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণত বয়স
অনুপাতে কয় শ্রেণির শিশুর প্রতি বেশি গুরুত্ব
দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
 ① ② ③
 i. ৪ শ্রেণির ii. ৫ শ্রেণির
 iii. ৬ শ্রেণির iv. ৭ শ্রেণির
৬৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রসৃতি এবং শিশু
মৃত্যুর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কোনটি?
[অনুধাবন]
 ① ② ③ ④
 i. শারীরিক অত্যাচার ii. মানসিক নির্যাতন
 iii. পৃষ্ঠাইনতা iv. অনুপযুক্ত পরিবেশ
৬৪. পৃষ্ঠাইনতার অন্যতম কারণ কোনটি? [জ্ঞান]
 ① ② ③ ④
 i. বাংলাদেশ সৌ বাহিনী স্কুল এচ কলেজ কলনা।
 ii. দারিদ্র্য iii. দার্মা খাবারের অভাব
 iv. বেকারত্ত
৬৫. সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
পৃষ্ঠাইনতা দেখা দেওয়ার যথাযর্থ কারণ কোনটি?
[জ্ঞান] / বাংলাদেশ সৌ বাহিনী স্কুল এচ কলেজ কলনা।
 ① ② ③ ④
 i. পরিজন খাদ্যের অভাব
 ii. জাতীয় খাদ্যের অভাব
 iii. সাধারণ খাদ্যের অভাব
 iv. সূক্ষ্ম খাদ্যের অভাব
৬৬. পৃষ্ঠাইনতা দূর করার জন্য সমাজকর্মীদের কোন
ধরনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন? [অনুধাবন]
 ① ② ③ ④
 i. ব্যক্তিগত ii. পারিবারিক
 iii. গোষ্ঠীগত iv. সমষ্টিত
৬৭. অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে সমাজকর্মীরা কোন
ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে? [জ্ঞান]
 ① ② ③ ④
 i. ব্যক্তিগত ii. গোষ্ঠীগত
 iii. পারিবারিক iv. সমষ্টিগত
৬৮. অপুষ্টিজনিত অবস্থায়— [অনুধাবন]
 ① ② ③ ④
 i. ব্যক্তির কাজ করার সামর্থ্য বেড়ে যায়
 ii. পাঠ্যনিক সম্পর্কতার অভাব হয়
 iii. দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের
মাঝে গরমিল হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ① ② ③ ④
 i. i ও ii ii. ii ও iii
 iii. i, ii ও iii iv. i, ii ও iii

৬৯. অপৃষ্টির প্রভাবে— [অনুধাবন] /সিলেটি সরকারি মহিলা কলেজ সিলেকশন
- দেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়
 - রিকেট, স্কার্টি, বেরিবেরি ও কোয়াশিয়ারবাবুর রোগ হয়
 - উৎপাদন ব্যাহত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, ii, iii
(ঘ) i, ii, iii
৭০. অপৃষ্টি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা— [অনুধাবন]
- জনগণকে পৃষ্ঠিকর খাদ্য সরবরাহ করা
 - অপৃষ্টির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
 - জনগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, ii, iii
(ঘ) i, ii, iii
৭১. সোহা উদ্বোধনে অপৃষ্টির শিকার? ৩
- (ক) প্যাথলজিকাল অপৃষ্টি
(খ) জৈব রাসায়নিক অপৃষ্টি
(গ) খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত অপৃষ্টি
(ঘ) তাপ শক্তির অভাবজনিত অপৃষ্টি
৭২. সোহাকে সুস্থ করে তুলতে শ্রয়োজন— ৩
- i. সুস্থ খাদ্য
ii. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন
iii. অধিক ফল খাওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, ii, iii
(ঘ) i, ii, iii
- ★★যৌতুকের ধারণা, কারণ, পারিস্থিতি, প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা**
৭৩. পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবস্থ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ইঙ্গু বা অনিঙ্গুক্তভাবে যে উপচোকন দিয়ে থাকে তাকে কী বলে? [জ্ঞান] ৩
- (ক) উপহার
(খ) যৌতুক
(গ) কাবিন
(ঘ) দেনমোহর
৭৪. হিন্দু সমাজব্যবস্থায় কোন সময়ের পর পিতার সম্পত্তিতে কন্যার আর অধিকার নেই? [জ্ঞান] ৩
- (ক) প্রাণ্ত বয়স্ক হওয়ার পর
(খ) আচ্ছান্তিরশীল হওয়ার পর
(গ) বিয়ের পর
(ঘ) সন্তান হওয়ার পর
৭৫. অনেক সময় উচ্চবিত্ত পরিবার অনেক ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক উপচোকন দাবি করে কী ৩
- কারণে? [অনুধাবন]
- (ক) প্রথা রক্ষার্থে
(খ) ধনসম্পদ বৃদ্ধি করতে
(গ) লোডের বশবতী হয়ে
(ঘ) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে
৭৬. গ্রাম এলাকায় নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার জন্য নিচের কোনটি বেশি দায়ী? [জ্ঞান] ৩
- (ক) বাল্যবিবাহ
(খ) মাদকাসন্ত্র
(গ) যৌতুক প্রথা
(ঘ) পুরুষের মানসিকতা
৭৭. যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোনটি? [জ্ঞান] ৩
- (ক) সমাজ
(খ) পরিবার
(গ) রাষ্ট্র
(ঘ) গোষ্ঠী
৭৮. বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যৌতুক প্রথা প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখা যায়— [অনুধাবন] ৩
- অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে
 - অজ্ঞতার কারণে
 - প্রচলিত মল্যবোধের কারণে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, iii
(ঘ) i, ii, iii
৭৯. যৌতুক প্রথা দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো— [অনুধাবন] ৩
- i. প্রচার অভিযান করা
ii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দান
iii. যৌতুক নেওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, iii
(ঘ) i, ii, iii
৮০. সমাজে যৌতুক প্রথা নিরোধ করা সম্ভব— [অনুধাবন] ৩
- /প্রযোজিতা সরকারি মহিলা কলেজ মহালসিংহ/
- যৌতুক নিরোধ আইন প্রয়োগ করে
 - যৌতুক প্রথার সমালোচনা করে
 - যৌতুক নিরোধ আইনের প্রচারণার মাধ্যমে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, iii
(ঘ) i, ii, iii
- ★★বিবাহ, বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও প্রভাব এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা**
৮১. প্রাণ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যদি কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয় তাহলে সেটি কোন ধরনের বিবাহের আওতায় পড়ে? [জ্ঞান] ৩
- (ক) স্বাভাবিক বিবাহ
(খ) বাল্যবিবাহ
(গ) বহুবিবাহ
(ঘ) বিহীনবিবাহ
৮২. বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ কোনটি? [জ্ঞান] ৩
- /প্রযোজিতা সরকারি মহিলা কলেজ মহালসিংহ/
- (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়
(খ) দ্রব্যামূলের উৎরগতি
(গ) মেয়েদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
(ঘ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

৮৩. বিবাহের প্রথম এবং প্রধান শর্ত কী? [জ্ঞান] /জনপ্রকাশন
মন্ত্রণালয়/ মানবিক্রিয়া
 ১) পাত্রের পছন্দ ২) পাত্রীর পছন্দ
 ৩) পাত্র-পাত্রীর বয়স ৪) পরিবারিক সম্পত্তি ৫)
৮৪. বাল্য বিবাহ আইন প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
 ১) ১৯২৪ সালে ২) ১৯২৭ সালে
 ৩) ১৯২৯ সালে ৪) ১৯৪১ সালে ৫)
৮৫. বর্তমানে বছরে সারা বিশ্বে কী পরিমাণ বাল্যবিবাহ
হয়ে থাকে? [জ্ঞান]
 ১) ১০.১ মিলিয়ন ২) ১২.৭ মিলিয়ন
 ৩) ১৩.৩ মিলিয়ন ৪) ১৪.২ মিলিয়ন ৫)
৮৬. শিশু নীতি ২০১০ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সী
জনগোষ্ঠীর মধ্যে কত শতাংশ মহিলা ছিল? [জ্ঞান]
 ১) ৪৩% ২) ৪৪%
 ৩) ৪৫% ৪) ৪৮% ৫)
৮৭. বাংলাদেশের কোন এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা
বেশি লক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
 ১) গ্রাম অঞ্চলে ২) শহর অঞ্চলে
 ৩) রাজধানীতে ৪) মফস্বলে ৫)
৮৮. বাল্য বিবাহ বিষয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী
যে সকল শাস্তির বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে
জনগণকে উদ্বৃত্ত করতে পারেন কে? [জ্ঞান]
 ১) পুলিশ ২) সমাজকর্মী
 ৩) আইনজীবী ৪) সাংবাদিক ৫)
৮৯. GNB Bangladesh Alliance-গঠনের উদ্দোগ্তা
কোন সংস্থা? [জ্ঞান]
 ১) ব্র্যাক ২) বার্ড
 ৩) প্রশিকা ৪) কেয়ার ৫)
৯০. বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি সমাজে প্রচলিত—
[অনুধাবন]
 i. পরিবার গঠনে
 ii. বৎসরকায়
 iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধিকারে
নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i ও ii ২) ii ও iii
 ৩) i ও iii ৪) i, ii ও iii ৫)
৯১. আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ এখনও বেশ সঞ্চয়
হওয়ার কারণ হলো— [অনুধাবন]
 i. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
 ii. কুসংস্কার
 iii. সঠিক শিক্ষা প্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i ও ii ২) i ও iii
 ৩) ii ও iii ৪) i, ii ও iii ৫)
- ★★ মাদকাসন্ত্রের ধারণা, কারণ, বাংলাদেশে
মাদকাসন্ত্র, পরিস্থিতি প্রভাব ও
সমাজকর্মীর ভূমিকা
৯২. মাদকাসন্ত্র নামক সামাজিক সমস্যাটির উৎপত্তি
হয় কোথায়? [জ্ঞান]
 ১) পাশ্চাত্যে ২) আচেয়ে
 ৩) মধ্যপ্রাচ্যে ৪) ভারতীয় উপমহাদেশে ৫)
৯৩. সাধারণভাবে মাদকাসন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
[অনুধাবন]
৯৪. ওয়ুধের প্রতি আসতি
 ১) কোনো একটি বিশেষ দ্রব্যের প্রতি আসতি
 ২) মাদকদ্রব্যের প্রতি আসতি
 ৩) ঘুমের ওয়ুধের প্রতি আসতি ৫)
৯৫. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের সহজালভ্যতার কারণ
কোনটি? [অনুধাবন]
 ১) জনগণের মধ্যে মাদক সম্পর্কে ইতিবাচক
ধারণা
 ২) বাংলাদেশ মাদক পাচারের জোনে অবস্থিত
 ৩) বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেক বেশি উৎপাদিত
হয় বলে
 ৪) প্রতিবেশী দেশ থেকে মাদকদ্রব্য আমদানি
করার জন্য ৫)
৯৬. বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের
অপসংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি অনুপ্রবেশ করছে কোন
কারণে? [জ্ঞান]
 ১) আকাশ সংস্কৃতির কারণে
 ২) জনগণের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার কারণে
 ৩) পাশ্চাত্য দেশগুলোর চাপে
 ৪) বৈশিষ্ট্য নীতি অনুযায়ী ৫)
৯৭. 'হে ইমানদারগণ! নেশাগ্রন্থ অবস্থায় নামাজের
ধারে যেও না।' এ আয়াতটি পবিত্র কোরআনের
কোন সুরাৰ অন্তর্গত? [জ্ঞান]
 ১) সুরা আল ইমরান ২) সুরা নিসা
 ৩) সুরা মায়দা ৪) সুরা ফাল ৫)
৯৮. মাদকদ্রব্যের প্রসার বেশি হওয়ার কারণ কোনটি?
[জ্ঞান]
 ১) প্রশাসনিক দুর্বলতা
 ২) রাজনৈতিক শিথিলতা
 ৩) অবাধে আমদানি-রঙ্গানি
 ৪) অবাধে ক্রয়-বিক্রয় ৫)
৯৯. আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস কবে? [জ্ঞান]
/জানুয়ারি প্রতিক্রিয়া মুদ্রণ ও প্রক্রিয়া মানবিক্রিয়া/
 ১) ১৩ জুন ২) ১৪ জুন
 ৩) ১৫ জুন ৪) ১৬ জুন ৫)
১০০. মাদকদ্রব্য চোরাচানারের কোন পথ বাংলাদেশের মাঝে
দিয়ে গিয়েছে? [জ্ঞান]
 ১) গোক্রেন ক্রিসেট ২) গোক্রেন ওয়েজ
 ৩) গোক্রেন ট্রায়াজেল ৪) সিলভার ওয়েজ ৫)
১০১. বাংলাদেশের কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি গৌজার
চাষ হয়? [জ্ঞান]
 ১) কামিল্লার পাহাড়ি এলাকায়
 ২) সিলেটের পাহাড়ি এলাকায়
 ৩) চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়
 ৪) বাগেরহাটের উপকূলীয় এলাকায় ৫)
১০২. বাংলাদেশে মাদকসেবনকারীদের বিবুদ্ধে মামলা ও
অভিযোগের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কোন
প্রতিষ্ঠান? [জ্ঞান]
 ১) NNC ২) BNCC
 ৩) DNC ৪) UNO ৫)

১০৩. কখন মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে? [জ্ঞান]
 ১. প্রথম মাদক গ্রহণ থেকে
 ২. মাদকসেবনকারীদের সংস্পর্শে থাকলে
 ৩. পরিবারে বিশ্বালা দেখা দিলে
 ৪. নিয়মিত মাদকগ্রহণ শুরু করলে
১০৪. মাদকাস্তি মোকাবিলায় কোনটির প্রয়োজন? [জ্ঞান]
 ১. পারিবারিক শিক্ষা ২. সাংস্কৃতিক শিক্ষা
 ৩. পাঠ্যপুস্তকগত জ্ঞান
 ৪. বন্ধুবন্ধবের সাথে সুসম্পর্ক
১০৫. বাংলাদেশের অসংখ্য যুবক হতাশা, বেকারত, কৌতুহলবশত অহরহ মাদক গ্রহণ করছে। এদের গড় বয়স কত বছর? [জ্ঞান]
 ১. ১৫ বছর ২. ১৭ বছর
 ৩. ২০ বছর ৪. ২২ বছর
১০৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কার্যক্রম হলো— [অনুধাবন]
 /প্রমিলাস্টিসা সরকারি মহিলা কলেজ যন্মদনসিংহ/
 i. মাদকদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা
 ii. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা
 iii. মাদকদ্রব্য সংকান্ত তথ্য সংগ্রহ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i ও ii ২. i ও iii
 ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii
১০৭. আতিসংঘের ব্যাখ্যানযোগী মাদকাস্তির বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
 i. নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা
 ii. মাদকের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা
 iii. মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i ও ii ২. ii ও iii
 ৩. i, iii ও iii ৪. i
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
 স্কুল পড়ুয়া ছাত্র রোহান একদিন বন্ধুদের পান্নায় পড়ে ধূমপান করে। পরবর্তীতে সে ক্রমে নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসন্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার বাবা নিকটস্থ একজন সমাজকর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন।
১০৮. নিয়মিত নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ রোহানের—
 [ওয়েব]
 i. মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে
 ii. পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হবে
 iii. সামাজিক অবস্থান উর্ধ্বগামী হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i ও ii ২. ii ও iii
 ৩. i, iii ও iii ৪. i, ii ও iii
১০৯. রোহানকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে একজন সমাজকর্মী— [উচ্চতর নক্ষতা]
 i. আধিক সহায়তা প্রদান করতে পারেন
 ii. পারিবারিক ভূমিকাকে জোরদার করতে পারেন
 iii. কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i ও ii ২. ii ও iii
 ৩. i, iii ও iii ৪. i, ii ও iii
- ★ আটিজমের ধারণা, বাংলাদেশে আটিজম পরিস্থিতি, আটিজমের প্রভাব, আটিজম সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
১১০. আটিজম শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত? [জ্ঞান]
 ১. স্প্যানিশ ২. উর্দু
 ৩. ইংরেজি ৪. ফ্রিক
১১১. আটিজম কী? [জ্ঞান]
 ১. দৈহিক প্রতিবন্ধিতা
 ২. মানসিক প্রতিবন্ধিতা
 ৩. স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা
 ৪. মন্ত্রিক্ষেত্রের নিউরোন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতা
১১২. পূর্বে আটিজমকে কোন রোগ বলে ভুল করা হতো? [জ্ঞান]
 ১. Sadomasochism ২. Schizophrenia
 ৩. Kalptomania ৪. Hallucinogen
১১৩. সর্বপ্রথম কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শিশুদের মধ্যে আটিজম রোগটি শনাক্ত করেন? [জ্ঞান]
 ১. জনসন টুপার ২. মাইকেল বুটার
 ৩. লিও ক্যানার ৪. আহমদ ওকাসা
১১৪. আটিজম স্পেকট্রাম ডিজন্ডার শিশুর জীবনের কত বছরের মধ্যেই প্রকাশ পায়? [জ্ঞান] /অবিজ্ঞান স্কুল এফ কলেজ মার্জিল, ঢাকা/
 ১. দুই বছর ২. তিন বছর
 ৩. চার বছর ৪. পাঁচ বছর
১১৫. আটিজম সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
 ১. ১১-১২ জুলাই ২০১১
 ২. ২৫-২৬ জুলাই ২০১১
 ৩. ২৭-২৮ আগস্ট ২০১২
 ৪. ১৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০১১
১১৬. বিশ্ব আটিজম সচেতনতা দিবস কত তারিখ? [জ্ঞান]
 /প্রমিলা ভট্টেরিয়া সরকারি কলেজ/
 ১. ২ এপ্রিল ২. ১০ এপ্রিল
 ৩. ১৭ এপ্রিল ৪. ১ মে
১১৭. 'সর্বাধিক ও সমষ্টি উদ্যোগ' নামে আটিজম বিষয়ক প্রস্তাব কোন সংস্থার মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
 ১. WFP ২. FAO
 ৩. WHO ৪. IBRD
১১৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ASD-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
 ১. ১,৮০,০০০ জন ২. ২,১০,০০০ জন
 ৩. ২,৫০,০০০ জন ৪. ২,৮০,০০০ জন
১১৯. একটি শিশু আটিজম আক্রান্ত কী না তা কে বেশি নির্ধারণ করতে পারে? [জ্ঞান] /প্রমিলাস্টিসা সরকারি মহিলা কলেজ মার্জিল/
 ১. একজন সমাজকর্মী ২. শিশুর মা-বাবা
 ৩. রোগ নির্গংকারী ৪. মনোবিজ্ঞানী
১২০. আটিজমের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হলো— [অনুধাবন]
 i. এটি কোনো অক্ষমতা নয়
 ii. এটি শারীরিক বিকাশগত সমস্যা
 iii. এটি কোনো মানসিক রোগ নয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i ও ii ২. ii ও iii
 ৩. i, iii ও iii ৪. i, ii ও iii

১২১. অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়— [অনুধাবন]

- i. খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে
- ii. সামাজিকতার ক্ষেত্রে
- iii. আচার আচরণের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২২. অটিজমের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন] / ফলস্বরূপ অবস্থা হজিদ হলেন কীভাবে? [জ্ঞান]

- i. তিনি বছরের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশিত হয়
- ii. মন্তিকের বিকাশজনিত সমস্যা
- iii. মানসিক রোগজনিত সমস্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৩. অটিজম সমস্যা নিয়ে সমাজকর্মীরা যে কাজ করতে পারে— [অনুধাবন]

- i. সুশীল সমাজকে সচেতন করে তুলতে পারে
- ii. অটিস্টিক শিশুদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে
- iii. এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমর্যাকের ডৃমিকা রাখতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ময়মনসিংহের একটি শিশু নিবাসে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় এখানকার শিশুরা একে অন্যের সাথে মিশতে চায় না। তার একা একা খেলতে পছন্দ করে। তাদের মেজাজ খুব খিটাখিটে এবং তারা প্রচণ্ড রাগী। /অবস্থা যোৱন কৃতে ময়মনসিংহে/

১২৪. উদ্দীপকের শিশুদেরকে কী হিসাবে আধ্যায়িত করা যায়? [প্রয়োগ]

- (ক) অস্বাভাবিক শিশু (খ) অটিস্টিক শিশু
(গ) প্রতিবন্ধী (ঘ) মানসিক রোগী

১২৫. উক্ত শিশুদের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়—[উচ্চার দক্ষতা]

- i. সামাজিকতার ক্ষেত্রে
- ii. আচরণের ক্ষেত্রে
- iii. খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ

১২৬. গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা কত বেড়েছে? [জ্ঞান]

- (ক) 11° সে. (খ) 12° সে.
(গ) 13° সে. (ঘ) 15° সে.

১২৭. গ্রিন হাউজ গ্যাস কী? [জ্ঞান] / ফলস্বরূপ জীবোবিদ্যা কর্তৃক কলেজ/

- (ক) গ্রিন হাউজে ব্যবহৃত গ্যাস

(খ) সবুজ গাছ থেকে নিস্তৃত গ্যাস

(গ) যে গ্যাস তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে

(ঘ) গৃহে ব্যবহৃত এক প্রকার গ্যাস

১২৮. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ ফলস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কত সে.মি. বেড়েছে? [জ্ঞান]

- (ক) $10-25$ সে.মি. (খ) $15-30$ সে.মি.

- (গ) $20-35$ সে.মি. (ঘ) $25-40$ সে.মি.

১২৯. পরিবেশে মিথেন গ্যাস বৃদ্ধির কারণ নিচের কোনটি? [জ্ঞান]

(ক) বন উজাড় ও গাছপালা কর্তৃন

(খ) বর্জ্য পদার্থ, গোবর ও উদ্ভিদ পচন

(গ) এয়ার কঙ্কশনার ও ত্রিজের ব্যবহার

(ঘ) কলকারখানার ধোয়া ও জীবাশ্ম জ্বালানি

১৩০. জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক সংস্থা IPCC-এর মতে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ কী? [অনুধাবন]

(ক) পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি

(খ) আবহাওয়ার পরিবর্তন

(গ) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি

(ঘ) অর্থনৈতিক মন্দি

১৩১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো— [অনুধাবন]

- i. ক্রতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস

- ii. সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি

- iii. গ্রিন হাউজ গ্যাসের অতিরিক্ত উদ্গীরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ডৃমিকা

১৩২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ কত?

[জ্ঞান]

- (ক) 30 লাখ 3 হাজার হেক্টের

- (খ) 35 লাখ 80 হাজার হেক্টের

- (গ) 80 লাখ 87 হাজার হেক্টের

- (ঘ) 85 লাখ 22 হাজার হেক্টের

১৩৩. বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কত বর্গ কিলোমিটার এলাকা আকস্মিক বন্যার শিকার হয়? [জ্ঞান]

- (ক) 8 হাজার

- (খ) 3 হাজার

- (গ) 2 হাজার

- (ঘ) 1 হাজার

১৩৪. 2050 সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের কত শতাংশ ডৃমি প্রাবিত হবে? [জ্ঞান]

- (ক) $5-10\%$ (খ) $10-15\%$

- (গ) $15-20\%$ (ঘ) $20-25\%$

১৩৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে 2020 সাল নাগাদ পৃথিবীর কত শতাংশ প্রাণিকূল বিলুপ্তির মুখে পড়বে? [জ্ঞান]

- (ক) $10-15\%$ (খ) $15-20\%$

- (গ) $20-25\%$ (ঘ) $20-30\%$

১৩৬. জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে? [জান]
- জলবায়ুর বৈকি নিরূপণে
 - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ নিরূপণে
 - আস্তসচেতন হয়ে
 - সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধিকরে
- ক
১৩৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী কয় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন? [জান] / প্রয়োজনে প্রয়োজন নয় ও হচ্ছে যোগসূত্র
- ৩
 - ৪
 - ৫
 - ৬
- ক
১৩৮. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈকি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী কোন ভূমিকাটি পালন করতে পারে? [জান]
- নির্দেশক
 - পরিচালক
 - পরিদর্শক
 - সমষ্টিক
- ব
১৩৯. জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের ওপর যে প্রভাব ফেলছে— [অনুধাবন]
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে
 - মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে
 - অতিথি পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii
- ব
১৪০. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন— [অনুধাবন]
- অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা প্রদান করে
 - ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে
 - প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii
- ব
- ★★ এইচআইডি এইডসের ধারণা, কারণ, সংক্রমণের বাহন, প্রভাব এবং এইচআইডি এইডস প্রতিরোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা**
১৪১. কোন রোগের কোনো চিকিৎসা নেই বা এ পর্যন্ত টিকাও আবিষ্কৃত হয়েনি? [জান]
- ধনুষ্টংকার
 - ম্যালেরিয়া
 - জড়িস
 - এইডস
- ব
১৪২. HIV শরীরের কোনো কোষের মধ্যে প্রবেশ করলে কোষের জিন থেকে ভাইরাসের জিন সর্বপ্রথম নিচের কোনটি করে? [জান]
- প্রতিলিপি তৈরি করে
 - প্রতিলিপি পুনর্স্থাপন করে
 - কোষের জিন নষ্ট করে দেয়
 - নতুন কোষ গঠন করে
- ক
১৪৩. এইডস ভাইরাস রোগ প্রতিরোধকারী কোন কোষকে ধ্বংস করে? [জান]
- T₂
 - T₄
 - T₅
 - T₆
- ব
১৪৪. বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী কয়তি উপায়ে মানুষের শরীরে HIV জীবাণু প্রবেশ করে? [জান]